বিশ্ববাণী
মিশন
Vol. 25 - Issue 3 | March 2024
Rs. 10/-

সুসমাচার কোথায় কখন ?

এবং তাঁহার পুত্র
যীশুর রক্ত
আমাদিগকে সমস্ত
পাপ হইতে শুচি করে।
১যোহন ১:৭

March 2024

বিশ্ববাণী সমর্পণ

PUBLICATION OFFICE:
1-10-28/247, Anandapuram, Kushaiguda,
ECIL Post, Hyderabad. Ph: 040-27125557.
Email: samarpan@vishwavani.org

ADMIN. OFFICE:
20, Raghul Street, T.M.P. Nagar, Pudur,
Ambattur, Chennai-600053.
Ph: 044-26869200.
Email: vishwavaninet@vishwavani.org

বিশ্ববাণী সমর্পণ পত্রিকা প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া, গুজরাটী, তামিল, মালায়ালাম, কোকবোরক, কোঁরা, কানাড়ী, তেলেগু, মারাঠী এবং ইংরাজী ভাষায়। বার্ষিক অনুদান মাত্র ১০০ টাকা

সূচী পত্র

০২ ... ভেবে দেখার কয়েকটি বিষয় ...
০৩ ... প্রধান কার্য্যনির্বাহী ...
০৭ ... বিশেষ প্রতিবেদন ...
১৩ ... পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে ...
১৫ ... সূক্ষ্ম অনুভূতি ...
২০ ... বাইবেল অধ্যয়ন ...
২২ ... প্রেয়ার নেটওয়ার্ক ...
২৫ ... ক্ষেত্র সমাচার ...
৩২ ... সভাপতির পক্ষ থেকে ...
৩৪ ... সাম্প্রতিক সমাচার ...

ভেবে দেখার
কয়েকটি বিষয়

- সুসমাচার প্রচার কাজে শান্তির পাত্র সনাক্ত করার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি তা সনাক্ত করতে পারি তবে আমরা ৩০গুণ, ৬০গুণ এবং ১০০ গুণ শস্য গোলায় তুলতে পারি।
- আমরা যখন কোন স্থানে যাত্রা করি যেখানে আগে কেউ সুসমাচার নিয়ে যায়নি, তখন তা মিশনারী যাত্রা বলা চলে। আর আমরা যখন পরিচিত মানুষদের কাছে যাই তখন তা ছুটি কাটাতে যাবার মতো হয়ে পড়ে।
  প্রথম যাত্রায় মণ্ডলী গড়ে ওঠে, দ্বিতীয় প্রকারের যাত্রা মণ্ডলীতে ভেদাভেদ আনে। প্রথম ক্ষেত্রে তা ক্ষেত্র অতিক্রম করে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা সীমার মধ্যে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মা থাকেন, পরবর্তী ক্ষেত্রে তা মাংসিক হয়।
- কোন কর্মীর যাত্রা স্বর্গের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আমরা যদি পথ পরিবর্তন করি তবে আমরা গর্জনকারী সিংহের মুখে পড়ব। (১রাজাবলী ১৩ অধ্যায় পাঠ করুন)
- আমরা কোথায় ঘোষণা করব?
  ফিলিপের মতো, যেখানে পবিত্র আত্মা আমাদের নিয়ে যাবেন। ফিলিপের মতো, যে পর্য্যন্ত না পবিত্র আত্মা আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে।
- নীনবির কথা যদি তা পূর্বে হয় আর আমরা উত্তর দিকে যায় তবে কর্মী ঘুমিয়ে পড়বে।
  আর জেগে উঠে হয়তো নিজেকে মাছের পেটে খুঁজে পাবে!
- মণ্ডলীতে সুসমাচার প্রচারের জন্য কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সীমা বৃদ্ধি পাবে, অন্যথায় সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।
- যে মানুষেরা অন্ধকারে রয়েছে তাদের আলোতে আনতে হলে কর্মীর মুখ অবশ্যই আগে আলোয় উদ্ভাষিত হতে হবে।
- প্রচারের জন্য ঈশ্বর দ্বার খুলে না দেওয়া পর্য্যন্ত আমাদের হাঁটুর উপরে প্রার্থনা করতে হবে তিনি একবার দ্বার খুলে দিলে আমাদের চরণদ্বয় হরিণের মতো দ্রুতগামী হবে।
- যেখানে যাবার জন্য ঈশ্বর আহ্বান করেছেন সেখানে জড়ো হলে আকাশ হতে অগ্নি নেমে আসবে অন্যথায় গ্রাসকারী অগ্নির মুখে পড়তে হবে।

প্রধান কার্য্যনির্বাহী পরিচালকের পক্ষ থেকে...

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই, যিনি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হলেন, আমাদের অপরাধের জন্য চূর্ণ হলেন এবং শাস্তি পেলেন যেন আমাদের ঈশ্বরের সাথে শান্তি হয়।

অজ্ঞতার সময়:

আরিয়পেগার এক সভায় পৌল সুসমাচার প্রচার করছিলেন। অনেকে সুসমাচারে বিশ্বাস না করে তাঁকে ঠাট্টা করছিল। আমরা এই ঘটনার কথা প্রেরিত ১৭:১৬-৩৪ পদে পাঠ করি। কিন্তু কিছু জন সেই বাক্যে বিশ্বাস করল এবং স্বর্গের নাগরিক হয়ে উঠল। পৌল স্পষ্ট করেছেন যে আমরা এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম এবং এখন অনুতাপের সময় এসেছে। তিনি এও বলেছেন আমরা যদি তা জেনেও অনুতাপ না করি তবে ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে আমাদের বিচার করবেন। আমরা ২৭ পদে দেখতে পাই ঈশ্বর আমাদের তাঁকে গ্রহণ করার জন্য সময় দেন। যারা যীশুকে আঁকড়ে ধরে তিনি তাদের নিকটবর্তী। তিনি আমাদের ক্রন্দনের উত্তর দিয়ে আমাদের উদ্ধার করবেন! (রোমীয় ১০:৯,১০; প্রেরিত ১৬:৩১)

অনুগ্রহের সময়:

ঈশ্বর আমাদের অনুগ্রহের যে সময় দিয়েছেন আমরা তাতে বাস করছি। আমাদের পাপ হতে উদ্ধার লাভের জন্য সুসমাচারে বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের সাবধান করা হয়েছে যেন আমরা আমাদের হৃদয়কে কঠিন না করি এবং যীশুর পা আঁকড়ে ধরি। আমরা যখন যীশুকে বিশ্বাস করি এবং আমাদের সকল মন্দ কাজের জন্য অনুতাপ করে তা পরিত্যাগ করি তখন তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেন। আমাদের ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার এবং স্বর্গের আশীর্বাদ ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়। অনুগ্রহের এই সময় নিনবীবাসীর জন্য বাড়ানো হয়েছিল আর যোনা ভাববাদী সেই বার্তা প্রচার করে বলেছিলেন অনুতাপ করার জন্য আর কেবলমাত্র ৪০ দিন বাকী। মহা উজ্জীবনের জোয়ার এসেছিল এবং সমস্ত নগর সেই ধ্বংস হতে রক্ষা পেয়েছিল! অনুরূপে আমরা যখন ঈশ্বরের রব শুনে অনুতাপ করি তখন আমরা নতুন জীবন লাভ করি (যিরমিয় ৫:১;৩১:৩৪;৩৩:৮;৫০:২০)।

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সময়:

ঈশ্বর যেমনটি চান আমরা যখন সেইরকম জীবন যাপন করি, তখন যিশাইয় ৫৮:৬-১৪ অনুসারে,সদাপ্রভু আপনাকে সর্বদা পরিচালনা দান করবেন, তিনি আপনার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করবেন এবং আপনাকে বলবান করবেন।আপনি জলসিক্ত উদ্যানের মতন হবেন, এমন ঝরনার মতোন হবেন যার জল কখনও শুকায় না। এই প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের অধিকার হবে। আমাদের আরোগ্য শীঘ্র অঙ্কুরিত হবে (যিশাইয় ৫৮:৮)।

যিরমিয় ৩৩:৬-১৬ পদ অনুসারে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন পরিবর্তিত হবে। আমাদের পাপসকল অনুগ্রহে ক্ষমা করা হবে এবং আমরা দৈহিক এবং আত্মিক ভাবে আরোগ্য লাভ করব! স্মরণ করুন, আমাদের যে শান্তি তা কেউ আমাদের কাছ থেকে হরণ করতে পারবে না। আমরা প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ লাভ করব এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য জীবন যাপন করব।

খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমি কে? আমার দায়িত্ব কি?

আমরা একজন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানকে এই পদ্ধতিতে চিনতে পারি।

নতুন জন্ম লাভ:

রোমীয় ৩:২৪ অনুসারে সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হয়েছে। আর সেই কারণে পাপের বেতন মৃত্যু সকলের কাছে এলো (রোমীয় ৬:২৩)। যীশু খ্রীষ্ট নিজেকে ক্রুশের উপর বলি হিসাবে দিলেন (১ যোহন ১:৭-৯) এবং তাঁর অমূল্য রক্ত ঝরালেন (ইব্রীয় ৯:১১-১৫) যেন মানব জাতিকে পাপ হতে উদ্ধার করতে পারেন। যে নতুন জীবন এক ব্যক্তি খ্রীষ্টে লাভ করে তা পুরাতন মানুষটিকে সরিয়ে দিয়ে সবকিছু নতুন করে তোলে (২করিন্থীয় ৫:১৭)। আর এই নতুন জীবন এক চিহ্ন!

ফলবন্ত আত্মিক জীবন:

খ্রীষ্টে আমরা যে নতুন জীবন লাভ করি তা কেবল শুরু মাত্র। আমাদের কাছে এরপর বিভিন্ন স্তরে বৃদ্ধি এবং ফলের আশা করা হয়। গালাতীয় ৫:২২, ২৩ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, দয়া, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা এবং আত্ম সংযম।" এই সকল ফল আমাদের জীবনে দেখা যাবে। একজন খ্রীষ্টিয়ান অবশ্যই প্রতিদিন বাইবেল পাঠ করবে এবং নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা করবে। আর এই গুণগুলি যদি আপনার থাকে এবং সেগুলি বৃদ্ধি পায় তবে তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদের অলস কি ফলহীন থাকতে দেবে না (২পিতর ১:৫-৮)।

আত্মা জয়:

বুদ্ধিমান নিজের প্রাণ রক্ষা করে। অহো তাহাদিগকে উদ্ধার কর, যারা কাঁপিতে কাঁপিতে বধ স্থানে যাইতেছে। যদি বল, "আমরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানিনা," তবে যিনি আত্মা তৌল করেন তিনি কি দেখিবেন না? যিনি আপনার জীবন রক্ষা করেন তিনি কি জানতে পারবেন না? তিনি কি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কার্য্য অনুসারে ফল দেবেন না? যারা সন্দিগ্ধচিত্ত তাদের প্রতি দয়া কর। (হিতোপদেশ ১১:৩০;২৪:১১,১২;)। কারণ আমি যখন সুসমাচার প্রচার করি তখন গর্ব করার মতো কিছু নেই কারণ আমি তা প্রচার করতে বাধ্য। ধিক্ আমাকে যদি আমি সুসামচার প্রচার না করি। আমি যদি স্বেচ্ছায় তা প্রচার করি তবে আমার পুরস্কার আছে আর যদি স্ব-ইচ্ছায় না করি, তবু ধনাধ্যক্ষের কার্য্য আমার হস্তে সমার্পিত রহিয়াছে। (১ করিন্থীয় ৯:১৬,১৭)।

অভাবীদের সাহায্য করা:

আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের দৈহিক এবং আত্মিক প্রয়োজন রয়েছে। তারা এমন অনেক স্থানে রয়েছে যেখানে আমাদের পৌঁছাবার কোন উপায় নেই। আপনার পাশে যারা রয়েছে আপনি তাদের তুলে ধরতে সাহায্য করতে পারেন। যারা দুরবর্তী তাদের প্রতি আপনার হাত বিস্তার করুন। আর আপনি স্বর্গে ধন সঞ্চয় করবেন। খ্রীষ্টে এই পৃথিবীতে এবং এই জীবনের পরে আপনি মহা আশীর্বাদ লাভ করবেন।

খ্রীষ্টিয় জীবন সাক্ষ্যস্বরূপ:

আমরা যদি যীশুকে মুখে স্বীকার করার ক্ষেত্রে আমাদের মুখ খুলতে ইতঃস্তত বোধ করি তবু আপনার জীবনের দ্বারা যেন প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্ট হলেন প্রকৃত ঈশ্বর। আমাদের মাধ্যম্যে খ্রীষ্টের গুণগুলি যখন ব্যক্তির জীবনে, পরিবারে এবং সমাজে প্রতিফলিত হয় তখন অনেকে খ্রীষ্টকে

তাদের পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করবে এবং সাক্ষ্য হয়ে উঠবে। যারা পাপের অন্ধকারে রয়েছে এমন মানুষদের কাছে আমরা জ্যোতিস্বরূপ। আমরা লবণ স্বরূপ যেন মানুষকে তাদের পাপ হতে উদ্ধার করতে পারি। হ্যাঁ যীশুই হলেন জীবিত ঈশ্বর, আর আমরা তাঁর মূল্যবান সাক্ষী (প্রেরিত ২৬:১৫-২০)। আমেন।

সংস্থার বিভিন্ন কাজকর্ম:

জাতীয় তামিল বিশ্বাসীদের সম্মেলন

২০২৪ সালে জানুয়ারী মাসের ১৪-১৬ তারিখে প্রায় ৬০০ জন বিশ্বাসী প্রথমবারের মতো হায়দ্রাবাদের এমিল আন্নান ধ্যানানিলিয়ামে সমবেত হয়েছিলেন। আমরা সকলে একত্রে সুন্দর সময় কাটিয়েছি, প্রার্থনা করেছি এবং ঈশ্বরের কাজের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। সভায় আলোচনার জন্য মূল বিষয় ছিল, "যারা তাঁর শরণ নেয়, তিনি তাদের জানেন।" (নহূম ১:৭)। যারা এই সভা সুন্দর ভাবে আয়োজন করেছিলেন তাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

মনিপুরে ত্রাণ কাজ:

জানুয়ারী মাসের ১৭-২৩ তারিখে মনিপুরের পরিচর্য্যা কাজ দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছিল।

আমরা সেখানকার মিশনারীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের উৎসাহিত করেছিলাম। আমরা সেইসব গীর্জা দেখতে গিয়েছিলাম যা দাঙ্গার সময় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং সেখানকার বিশ্বাসীদের সান্ত্বনা দান করেছিলাম। যে সব পরিবারগুলি চরম অভাবের মধ্যে রয়েছে তাদের কাছে আমরা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছিলাম। আমরা সেখানকার একটি ব্যপটিষ্ট গীর্জায় গিয়ে প্রভুর আরাধনায় যোগ দিয়েছিলাম। আমরা সেই সমস্ত গীর্জায় বিশ্ববাণীর পরিচর্য্যা কাজের যে দর্শন তা বর্ণনা করেছিলাম। মিশনারীরা সেখানে নিরাপদে রয়েছে এবং তাঁর পরিচর্য্যা কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আপনার প্রার্থনায় তাদের স্মরণ করবেন। এই ত্রাণকাজ চালিয়ে যাবার জন্য আপনাদের সাহায্যের প্রয়োজন। দয়া করে যে সব গীর্জা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেগুলি মেরামতের জন্য প্রার্থনা করবেন।

দর্শন কার্য্যকারী করার সভা:

আমাদের সংস্থার যে দর্শন তা প্রতিনিধিদের, পরিচর্য্যা কাজের অংশীদারদের এবং মণ্ডলীর নেতাদের কাছে বলা হয়েছিল। যারা এর জন্য প্রার্থনা এবং কাজ করেছিলেন তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ১৪০০ জন মিশনারীর জন্য প্রার্থনা করবেন যারা ৭০০০টি গ্রামে এই বছরে সুসমাচার প্রচারের জন্য নিজেদের সমর্পণ করেছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে প্রতিটি প্রদেশের জন্য নতুন আর্থিক বছরের পরিকল্পনা করা হবে। আমাদের প্রার্থনায় তুলে ধরবেন।

উত্তর ভারতের নেতাদের প্রশিক্ষণ:

জানুয়ারী মাসের ২৮-৩১ তারিখে উত্তর ভারত হতে বিশ্ববাণীর

১০৫ জন নেতা মধ্যপ্রদেশের ভূপালে আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রচুরভাবে তারা আশীর্বাদ লাভ করেছেন। জানুয়ারী মাসের ২৮ তারিখে বিভিন্ন গীর্জায় আমাদের ঈশ্বরের বাক্য এবং সেইসাথে আমাদের যে দর্শন তা বলার সুযোগ হয়। আমরা সেইসব মণ্ডলীর পালক এবং নেতৃবর্গকে এই সুযোগ দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দর্শন হলো উত্তর ভারতের ৪৬,০০০ গ্রামে সুসমাচার প্রচার করা। বর্তমানে আমরা নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি বলে আমাদের প্রার্থনায় তুলে ধরবেন।

ইস্রা শিবির এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

জানুয়ারী মাসের ৫ তারিখ হতে অন্ধ্রপ্রদেশের ২৫ জন নতুন ইস্রা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। গুজরাট হতে আরও ২০ জন ফেব্রুয়ারী মাস থেকে তাদের প্রশিক্ষণ শুরু করেছে। উত্তর এবং পূর্ব ভারতে এই রকম নতুন মিশনারী সনাক্ত করতে ইস্রা শিবির চলছে। আপনারা এগিয়ে আসুন এবং একটি নতুন গ্রাম দত্তক হিসাবে গ্রহণ করুন। আর এর জন্য প্রতি মাসে পরিবার গত ভাবে বা দল হিসাবে আপনারা ৪০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। আপনারা আমাদের কাছ থেকে দানের বাক্স নিয়ে প্রতিদিন তাতে ১০ টাকা করে জমিয়ে আমাদের এই কাজে সাহায্য করতে পারেন। ঈশ্বর আপনাদের প্রচুর পরিমাণে আশীর্বাদ করুন।

মিশন উৎসব ২০২৪:

ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ তারিখ থেকে মার্চ মাসের ৩ তারিখ পর্য্যন্ত মিশন উৎসব পালন করা হয় যেন প্রথম প্রজন্মের বিশ্বাসীরা এর দ্বারা মিশন কাজের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং আনন্দের সাথে পরিচর্য্যা কাজে হাত বাড়িয়ে দেয়। এই উৎসবের মাধ্যমে যে বিশেষ দান তোলা হয় তা সেইসব মিশনারীর জন্য ব্যবহার করা হয় যারা সুসামাচার প্রচারের কাজে নিযুক্ত। প্রভু যদি এই ভালো কাজে আপনাকে পরিচালিত করেন তবে আপনার অঞ্চলের প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করুন।

মার্চ মাসের ৩১ তারিখে আর্থিক বছরের সমাপ্তি:

এই আর্থিক বছর মার্চ মাসের ৩১ তারিখে শেষ হচ্ছে। আমরা যে কাজগুলি এই সময়ের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা করেছিলাম তা শেষ করতে পরিশ্রম করছি। আমরা আপনাদের কাছে দান বাক্স, গ্রাম দত্তক নেবার অর্থ এবং বিশেষ দান মার্চ মাসের ৩১ তারিখে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করছি। আপনার ঠিকানা যদি পরিবর্তন হয়ে থাকে তবে দয়া করে আমাদের তা সত্ত্বর জানান। এর ফলে আমাদের সমর্পণ পত্রিকাটি পাঠাতে এবং পরিচর্য্যা কাজের খুঁটিনাটি বিষয় আপনাদের জানাতে সুবিধা হবে। প্রভু আপনাদের প্রচুর আশীর্বাদ করুন।

"তুমি প্রাতঃকালে আপন বীজ বপন কর, এবং সায়ংকালেও হস্ত নিবৃত্ত করিও না। কেননা ইহা কি উহা, কোনটা সফল হইবে, কিম্বা উভয়ই সমভাবে উৎকৃষ্ট হইবে তাহা তুমি জান না"

(উপদেশক ১১:৬)।

চেন্নাই — **খ্রীষ্টেতে আপনাদের ভাই**

১২/২/২০২৪ — **রেভাঃ ডঃ উইলসন জ্ঞানাকুমার**

বিশেষ প্রতিবেদন:

স্বর্গীয় এমিল আন্নানের ২০০৯ সালের মার্চ মাসের সমর্পণ পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে...

যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার কখন কোথায় প্রচার করতে হবে...

প্রিয়তমেরা লূক ১০:২ পদ পাঠ করুন

তিনি তাঁদের বললেন:

"দেখ শস্য প্রচুর, কিন্তু কর্মীরা অল্প সুতরাং

ক্ষেত্রের স্বামীর কাছে প্রার্থনা কর যেন তিনি ক্ষেত্রে কর্মী পাঠান।"

যীশু যে সময় বলেছিলেন শস্য প্রচুর, সেই সময় সমস্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৩কোটি মতো ছিল (বর্তমানে কেবল পাঞ্জাবেরই জনসংখ্যা ৩.১৭ কোটি) তাই এই পদটি আমাদের কাছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সুসমাচার প্রচারের কাজ কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে তা তুলে ধরে।

আদিপুস্তক ৬:১ পদে লেখা আছে, 'পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল; আর সেইসাথে পাপেরও বৃদ্ধি ঘটল।

নতুন নিয়মে যে সময় মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল সেই সঙ্গে যীশুর শিষ্যদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। তাই প্রেরিত ৬:১ পদে আমরা এই লেখা দেখতে পাই, 'সেই সব দিনে শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল।' প্রথমে ১২ জন শিষ্য আমরা লূক ৬:১৩ পদে দেখি পরে তা ৭০এ গিয়ে দাঁড়াল (লূক ১০:১), এরপর সেই সংখ্যা ১২০ হলো (প্রেরিত ১:১৫) তারপর তা অগণিত হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু সেই সময় জনসংখ্যার তুলনায় যীশুর হিসাবে কর্মী সংখ্যা কম ছিল।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে থমাস ইংল্যাণ্ডের থমাস ম্যলথাস একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করেন তাতে বিষয় ছিল কিভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

তার প্রকাশিত এই তথ্য ডারউইন সহ অনেকে এক ভবিষ্যদ্বাণী বলে মনে করতেন। ম্যলথাস ইংল্যাণ্ডের একটি গীর্জার পুরোহিত এবং অধক্ষ্য ছিলেন। তার সেই কথা আজও অর্থবহ।

প্রথমতঃ

ম্যলথাস বলেছিলেন যে পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে কারণ তা গুণিতক হারে বাড়বে। গুণিতক হারের অর্থ হলো ১ হতে ২, ২ হতে ৪, তারপর ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি।

অর্থাৎ এই জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে।

দ্বিতীয়তঃ

খাদ্য সরবরাহ কিন্তু সমান্তরাল হারে বাড়বে। অর্থাৎ তা ১ থেকে ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি।

সুতরাং খাদ্য উৎপাদন সেইভাবে হবে না। অর্থাৎ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাবে না। সুতরাং পানীয় জলের অভাব এবং খাদ্যের অভাব দেখা দেবে।

বর্তমানে প্রতি সেকেণ্ডে পৃথিবীতে ৩ জন শিশু জন্ম গ্রহণ করে। অর্থাৎ এক দিনে ২,৫৫,০০ জন এই জনসংখ্যার সাথে যুক্ত হয়।

ভারতবর্ষে প্রতি বছরে এই হিসাবে ১ কোটি ৫৩ হাজার মানুষ বেড়ে যায়। ২০৫০ সালে তাই অনুমান করা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ১৬০ কোটি হয়ে দাঁড়াবে, এবং তা চীনের জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে যাবে।

‘‘আদিপুস্তক ৬ অধ্যায়ে দেখা যায় পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে নানা ধরণের পাপের কারণে বিপর্যয় এবং ধ্বংস নেমে আসে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমরাও নানা ধরণের পাপ, অভাব, দুর্যোগ এবং অপরাধ লক্ষ্য করছি।

সুতরাং যীশুর সময়ে যদি শস্য অনেক হয়ে থাকে তবে বর্তমান দিনে সুসমাচার প্রচার করে বহু মানুষকে গোলায় তোলার জন্য অনেক কর্মীর প্রয়োজন কারণ শস্য এখন আরও প্রচুর। এই পাপময় পৃথিবীতে বর্তমানে সুসমাচার প্রচারের গুরুত্ব যে কতখানি তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু কখন আমরা সুসমাচার প্রচার করব সেই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সুসমাচার হলো প্রভু যীশুর কথা আর এই কাজ পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় হয়ে থাকে! সুতরাং পবিত্র আত্মার পরিচালনা প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের কাজ হলো তাঁর পরিচালনা পাবার জন্য প্রার্থনায় ঐকান্তিক ভাবে অপেক্ষা করা। গোপন প্রার্থনায় ভারগ্রস্থতা সহকারে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করা যেন তিনি পরিচালনা দান করেন। উদাহরণ স্বরূপ ফিলিপকে দেখা যায় এক দুর্গম রাস্তা ধরে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় যেতে এবং সেখানে তিনি নপুংসকের দেখা

পেলেন, যিনি শাস্ত্রের এক খন্ড পাঠ করছিলেন, যেখানে যীশুর বিষয়ে যিশাইয় ভাববাদী পুস্তকে লেখা ছিল। পবিত্র আত্মা তার রথের সঙ্গ ধরতে বলেছিলেন এবং শেষে দেখা যায় সেই নপুংসকের কাছে ফিলিপের ব্যাখ্যা করা সুসমাচার তাকে পরিত্রাণ দিয়েছিল এবং সেই নপুংসক আনন্দ করতে করতে ফিরে গেলেন। আত্মা কিন্তু এই কাজের পরেই তাকে হরণ করে নিয়ে গেলেন এবং ফিলিপ নিজেকে অসদোদে দেখতে পেলেন। পবিত্র আত্মায় পরিচালিত হয়ে সুসমাচার প্রচারের অনুরূপ অনেক ঘটনা নতুন নিয়মে দেখতে পাওয়া যায়।

লুদিয়ার উদাহরণ দেখা যাক, যিনি বেগুনি কাপড় বিক্রী করতেন। পবিত্র আত্মা তার মনে বিশ্বাস জন্মালে তিনি পৌলের কথায় আকৃষ্ট হলেন এবং সুসমাচার গ্রহণ করে তাকে তার গৃহে থাকতে বললেন। এই ভাবে সুসমাচারের দ্বার সেই অঞ্চলে প্রশস্থ হলো।

কিন্তু পবিত্র আত্মার পরিচালনা না থাকলে ভয়ানক বিষয় ঘটতে পারে আর তার উদাহরণ হলো স্কিবার পুত্রেরা যারা যীশুর নামে মন্দ আত্মা ছাড়ানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল। আর সেই মন্দ আত্মা বলেছিল আমি যীশুকে জানি পৌলকে চিনি; কিন্তু তোমরা কে?

মানুষ এই পৃথিবীতে বাহুবলে, ক্ষমতা এবং অর্থ বলে রাজ্য জয় করতে পারে; কিন্তু স্বর্গরাজ্য বিস্তার করতে হলে পবিত্র আত্মার পরিচালনা প্রয়োজন।

যারা প্রভুর, যারা তাঁর মনোনীত, তিনি তাদের ডেকে নেবেন। তিনি যদি ফিলিপের মতো ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকেন প্রভু দেখতে পাবেন। তারা যদি বলে আমি কথা বলতে পারিনা তবে প্রভু তার ব্যবস্থাও করে দেবেন। এর উদাহরণস্বরূপ মোশির কথা বলা যেতে পারে। মোশি যখন নিজের চেষ্টায় ইস্রায়েলীয়দের মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি রাজপুত্র হিসাবে বাকপটু এবং বলবান ছিলেন কারণ এক ঘায়েই তিনি একজন মিশরীয়কে হত্যা করেছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাকে তখনই ব্যবহার করতে পারলেন যখন তিনি ভগ্ন চূর্ণ এবং নিজের শক্তির উপর যখন তার আর কোন ভরসা ছিল না। আর তখনই ঈশ্বর তাঁকে ডাকলেন এবং ফরৌণের কাছে পাঠালেন। (যাত্রাপুস্তক ৩)।

যিরমিয় ভাববাদীকে যেমন ঈশ্বর উদরের মধ্যে গঠন হবার পূর্বে জানতেন

এবং গর্ভ হতে বাইরে আসার পূর্বেই পবিত্র করেছিলেন যেন তিনি জাতিগণের কাছে ভাববাদী হিসাবে যান। (যিরমিয় ১)

পবিত্র আত্মাই নির্ধারণ করে থাকেন কাকে কখন এবং কোথায় প্রেরণ করতে হবে। তবে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। "তিনি বলিলেন, আমি কাহাকে পাঠাইব? আমাদের পক্ষে কে যাইবে? আমি কহিলাম, এই আমি, আমাকে পাঠাও।" (যিশাইয় ৬:৮-৯) কিন্তু আমরা যদি ইতঃস্তত করি এবং তিনি তার ব্যবস্থা করবেন যেমন মোশির সাথে হারোণকে পাঠিয়েছিলেন। বালক যিরমিয়কে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে, "তোমার উদ্ধারার্থে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।" (যিরমিয় ১:৮)।

তিনিই প্রয়োজনীয় বিষয় যোগান যেমন এলিয়কে কাকের দ্বারা রুটি এবং মাংস যোগাতেন আর তিনি তাঁর কথা মান্য করে আহাব রাজার কাছে গিয়েছিলেন।

কিন্তু জোনা নীনবীতে যেতে অমান্য করলে তাকে মাছের পেটে পুরে তা করতে বাধ্য করেছিলেন। আর নীনবীর লোকেরা ফলস্বরূপ অনুতাপ করে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

সুসমাচারের কাজ অর্থ ছিটিয়ে বা তরবারির জোরে হয় না কিন্তু তা স্বর্গীয় বিষয় এবং স্বর্গ দ্বারাই তা হয়ে থাকে। তাই যদি পবিত্র আত্মা প্রার্থনা করার জন্য সেই ভারগ্রস্থতা দেন তবে তাঁর প্রতিরোধ করবেন না।

মানুষ এক পরিকল্পনা করতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা ভিন্ন হতে পারে। যেমন সাধু স্তিফানকে বিধবাদের তত্বাবধানে নিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল যেন তিনি সুসমাচার ব্যাখ্যা করেন এবং তাই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ স্তিফান, পবিত্র আত্মায় পরিচালিত হয়ে পরিষদের কাছে সুসমাচার ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং তারপর প্রভু যীশু তাকে ডেকে নিয়েছিলেন।

পিতরও পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে চর্মকারের বাড়িতে দর্শন দেখে ছিলেন এবং কর্ণেলীয়ের বাড়ি গেছিলেন। অনেক সময় পবিত্র আত্মা কোথাও যেতে মানাও করতে পারেন যেমন পৌল এবং তার দল যখন ফ্রিজিয়া, গালাতীয়, মাইশিয়া এবং বিথুনিয়া হয়ে এশিয়ার রাজ্যে আসছিলেন তখন আত্মা তাদের আর অগ্রসর হতে মানা করেছিলেন। আর তারা তখন ইউরোপে গেছিলেন (প্রেরিত ১৬)।

সুসমাচারের কাজে দিন রাত রয়েছে। খোলা দরজা এবং বদ্ধ দরজাও আছে,

সেইসাথে উন্মুক্ত হৃদয় এবং কঠিন হৃদয়ের কথাও বলা যেতে পারে।

"যতক্ষণ দিনমান ততক্ষণ, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার কার্য্য করিতে হইবে; রাত্রি আসিতেছে, তখন কেহ কার্য্য করিতে পারে না।" (যোহন ৯:৪)। এর অর্থ কি?

যখন আমাদের কাছে স্বাস্থ্য আছে সুযোগ আছে, যখন সুসমাচার প্রচারের জন্য দরজা খোলা রয়েছে তখন যেন আমরা এই কাজ করি। কর্মীদের কখনই কোন সুযোগ হারালে চলবে না। সাধু পৌল ২ তীমথিয় ২ এবং ৩ অধ্যায়ে স্পষ্ট করে লিখেছেন এই জগতের নানা প্রলোভনে পড়ে বিশ্বাসীরা সরে যেতে পারে। তা বন্ধু বান্ধব, সিনেমা, নানা প্রকারের বিনোদোন হতে পারে।

গীতসংহিতার ১০৪:২৩ পদে লেখা রয়েছে, "মানুষ আপন কাজে বার হয় এবং সায়ংকাল পর্য্যন্ত শ্রম করে।" কিন্তু লূক লিখিতি সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ে যেখানে এক ধনী রাত হয়ে গেলে সুসমাচার কাজের জন্য ব্যগ্র হয়ে নরক হতে বলছে, লাসারকে আমার পিতার বাড়িতে পাঠান কারণ সেখানে আমার ৫ ভাই রয়েছে। (লূক ১৬:২৭,২৮) এমন যেন সে নরক হতে পৃথিবীতে সুসমাচার বিস্তার করতে চায়। যখন দিন ছিল তখন তার অনেক সুযোগ ছিল কিন্তু সে সেই সময় পরিবার নিয়ে সুখভোগের মধ্যে ডুবে ছিল। সেইসময় সে ভুলেও স্বর্গের কথা চিন্তা করেনি। এইভাবেই যেন কাউকে চীৎকার করে বলতে না হয় প্রভু যখন সময় ছিল আমি তার সদ্ ব্যবহার করিনি, আমি তা অপচয় করেছি।

পবিত্র আত্মা নির্দেশ দেন কখন সুসামচার প্রচার করতে হবে:

মন্দ দিন আসার পূর্বেই তা করতে হবে। যখন তিনি আপনাকে পূর্ণ সময়ের জন্য আহ্বান জানান তখন সেই কাজ করতে এগিয়ে আসুন। যখন তিনি আপনাকে একটি গ্রাম দত্তক হিসাবে গ্রহণ করার জন্য বাসনা দেন তখন তা করুন। সময় শেষ হয়ে যাবার আগে, দুঃসময় আসার আগে, বছর পার হয়ে যাবার আগে যখন আপনি বলবেন "ইহাতে আমার প্রীতি নাই।" (উপদেশক ১২:১)। ধূলিতে মিশে যাবার আগেই এই কাজ করতে হবে। (১২:৭)।

পৌল এক স্থানে বলেছেন, "আমি ইফিষে আছি; কারণ আমার সম্মুখে এক দ্বার খোলা রহিয়াছে, তাহা বৃহৎ ও কার্য্যসাধক; আর বিপক্ষ অনেক (১করিন্থীয় ১৬:৯)। মানুষ পরাক্রমের সাথে বাধা দিলেও পবিত্র আত্মা যা বলতেন পৌল সেই মতো এগিয়ে যেতেন।

বাড়িতে বাবার কথাই যেমন শেষ কথা হয় মান্য করার জন্য।

সেইরকম পবিত্র আত্মার কথায় শেষ কথা। যারা তাঁর প্রতিরোধ করে তারা পিছিয়ে যাবে। যারা তাঁর কথাকে অগ্রাধিকার দেয় তারা রক্ষা পাবে। যেমন মর্দখয় হামনের মতো শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। আগুনের তেজ ৭গুণ উত্তপ্ত হলেও তারা রক্ষা পাবে। হিংস্র সিংহের মুখ বদ্ধ হবে। তাদের কারাগারে বন্দী করা হলেও সুসামচার স্তব্ধ হবে না।

প্রিয়তমেরা,

পৃথিবীর জনসংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারে যীশুর শিষ্যের সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। আর সেই জন্যই প্রভু আমাকে এবং আপনাকে পৃথিবীতে রেখেছেন। এখনও দিনমান রয়েছে। আর এই দিনের সময় পবিত্র আত্মা যদি আমাদের সুসমাচার প্রচারের নির্দেশ দেন তবে তা ঘোষণা করুন এবং ঘোষণা করার পূর্বে সেই পবিত্র আত্মায় জীবন যাপন করার জন্য আপনাকে যোগ্য পাত্র করে তুলুন। আর দেখবেন স্বর্গে আপনার জন্য প্রচুর পুরস্কার রয়েছে। – আমেন।

একটি প্রার্থনা

প্রভু, তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকে স্বর্গ হতে পৃথিবীতে
পরিত্রাতা হিসাবে পাঠিয়েছ,
যেন যারা তাঁকে প্রভু এবং পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করে
তারা পবিত্র আত্মা লাভ করে পরিবর্তিত হয়।
যেন তারা প্রভু যীশুর কথা ঘোষণা করতে পারে,
এবং তাঁর শেষ আজ্ঞা পর্য্যন্ত পালন করতে পারে।
গৃহগুলি যেন প্রার্থনা গৃহে পরিণত হয়,
গীর্জাগুলি যেন বিশ্বাসী দ্বারা পূর্ণ হয়।
শয়তান যেন মানুষের হৃদয়ে স্থান না পায়।
প্রভু যেন প্রতিটি প্রজন্ম তোমার পরাক্রম বুঝতে পারে
প্রতিটি হাঁটু যেন তোমার সামনে নত হয়
এবং প্রতিটি জিহ্বা যেন স্বীকার করে।
তারা যেন খ্রীষ্টকে তাদের জীবনে অনুভব করে।
তারা যেন অনন্তকালীন জীবন লাভ করে।
প্রভু যীশুর মধুর নামে এই প্রার্থনা চাই, আমেন!

Donate online....

Bank : State Bank of India
A/C No. : 10151750252
Branch : Amanjikarai, Chennai - India.
A/C Name: VISHWA VANI
IFS Code : SBIN0003273

UPI ID
vvadmin@sbi
UPI Name:
VISHWAVANI

Please update us with the transaction info to acknowledge it with Receipt
Contact ✆ 9443127741, 9940332294

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে ...

খ্রীষ্টেতে প্রিয় বিশ্বাসীগণ,

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অদ্বিতীয় মহান নামে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। পবিত্র আত্মার পরিচালনায় এই সংখ্যার শিরোনাম **"সুসমাচার কোথায়? কখন?"** শাস্ত্রানুসারে যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে যিহুদী জাতির কাছে এই সুসমাচার ছিল "অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ, এক কন্যা গর্ব্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাঁহার নাম ইম্মানূয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে" (যিশাইয় ৭:১৪)। অর্থাৎ যিহুদীরা জানত মশীহ আসবেন, কুমারীর গর্ভ হতে।

আবার প্রভু যীশু যখন মানবরূপে ঈশ্বরের পরিত্রাণের সুসমাচার তাঁর কথা ও কার্য্যের দ্বারা প্রচার করছিলেন, তখন যিশাইয় ভাববাদীর আরো এক ভবিষ্যবাণী পূর্ণতার কথা প্রকাশ করেছিলেন। যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ে ভাববাণী করা হয়েছিল আমাদের পাপের নিমিত্ত মুক্তিদাতার কঠিন মৃত্যুর কথা – আবার যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং সেই কথা অর্থাৎ নিজ মৃত্যু ও তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করলেন। বাইবেলের নতুন নিয়মে মথি ২০:১৭–১৯, মার্ক ১০:৩২–৩৪ এবং লূক ১৮:৩১–৩৪ আমরা পেয়ে থাকি।

অর্থাৎ যীশুর জীবনদশাতে শিষ্যেরা স্পষ্ট ভাবে এই সুসমাচার জেনে গিয়েছিল যীশু আমাদের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করতে চলেছেন এবং তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করবেন। কিন্তু ৭০০ বৎসর খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে যিশাইয় ভাববাদীর কথা যেমন যিহুদীরা ঠিক বুঝতে পারেনি মশীহর আত্ম বলিদানের বিষয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না খ্রীষ্ট ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করলেন বা মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হলেন ততক্ষণ শিষ্যরা বা সেই সময়ে বিশ্বাসী যিহুদীরা বুঝতে পারেনি।

আর আজ আমাদের কাছে সুমাচারের আর এক ধাপ এগিয়ে জানা আছে – তা হল, খ্রীষ্ট স্বর্গে আছেন এবং আবার পুনরাই আমাদের নিতে আসবেন (প্রেরিত ১:১০–১১) অনুসারে তাঁর পুনর্গমন ভবিষ্যবাণী স্বর্গদূতেরা করেছিলেন।

আর যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য স্বর্গে স্থান প্রস্তুত করছেন, যে ভবিষ্যবাণী যীশু খ্রীষ্ট নিজে স্বয়ং করেছেন **"তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক, ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। ... কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাইতেছি। ... তখন পুনর্ব্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, ... আর আমি যেখানে যাইতেছি, তোমরা তাহার গৃহ জান" (যোহন ১৪:১–৪)।**

যদি যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে (যিশা: ৭:১৪-১৬) বা গাব্রিয়েল দূতের মাধ্যমে (লূক ১:২৬-৩৫) যীশু কুমারীর গর্ভে জন্মের বিষয় ঈশ্বরের ভবিষ্যবাণী যদি পূর্ণ হয় এবং যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে ও যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা করা নিজের মৃত্যু ও মৃত্যু জয় করে পুনরুত্থান যদি সত্য ঘটনা হয় এবং তা আমরা যদি বিশ্বাস করি, তবে যীশু খ্রীষ্টে নিজ দ্বারা স্থান প্রস্তুত এবং আমাদের তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভবিষ্যবাণীকেও আমরা বিশ্বাস করি। আর যদি সত্যই বিশ্বাস করি, এইটি আমাদের কাছে থাকা সম্পূর্ণ সুসমাচার, তবে আমরা সুসমাচারকে কোথায়? কখন প্রচার করব?

যীশু খ্রীষ্ট তাঁর উপদেশের মাধ্যমে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গিয়েছেন – আমরা যদি তাঁর বাক্য ধ্যান করি তবে সহজেই তা বুঝতে পারব। লূক ৮:৪ পদ থেকে তিনি আমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যরূপ বীজ বা সুসমাচারকে বপনের কথা বলেছেন। আমরা যখনই বীজ বাপকের দৃষ্টান্ত

পড়ি বিভিন্ন ভূমির কথা পড়ি, যে ভূমিকে মানুষের অন্তর বা হৃদয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উত্তম ভূমি বা উত্তম হৃদয় হল যে বাক্য শুনলো, ধরে রাখল ও ধৈর্য্য সহকারে ফল উৎপন্ন করল – অর্থাৎ বীজবপন কার্য্যকারী হল।

প্রথমত: আমরা যারা নিজেদের খ্রীষ্ট বিশ্বাসী বা খ্রীষ্টের শিষ্যরূপে মনে করি বা উত্তম ভূমি বলে মনে করি, আমাদের উচিত ঈশ্বরের রাজ্য আরো দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করা। তার জন্য ঈশ্বরের সুসমাচাররূপ বীজকে পরজাতীদের মধ্যে বপন করা। এখন প্রশ্ন কোথায়? যীশু খ্রীষ্ট এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আরেকটি কথা বলেছেন বীজবাপক সর্বত্র বীজ বপন করেছিলেন, আমরা শুধু মাত্র আমাদের দৃষ্টিতে যাহা উত্তম সেখানেই শুধু না করি কারণ আমরা জানি না ঈশ্বর কার হৃদয়কে প্রস্তুত করেছেন। মার্ক ১:৩৮ অনুসারে যীশু খ্রীষ্ট গালীল দেশের একটি গ্রাম, যে গ্রামে শিমোনের শ্বাশুড়ী বাস করতেন সেই গ্রামে একদিন সুসমাচার প্রচার কাজ ও বিভিন্ন আশ্চর্য্য কাজ খুবই পরাক্রমের সঙ্গে করলেন – আর তিনি সেই স্থানকেই সুসমাচার প্রচারের একমাত্র উত্তম স্থান বলে বেছে নিলেন না বরং তিনি বললেন "**চল, আমরা অন্য অন্য স্থানে, নিকটবর্ত্তী সকল গ্রামে যাই, আমি সে স্থানেও প্রচার করিব**"।

আবার মার্ক ১৬:১৫ পদে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের বা আমাদেরও বলছেন "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকট সুসমাচার প্রচার কর"।

এখন প্রশ্ন হল কখন বা কতক্ষণ প্রচার করব?

সাধু পৌল যিনি খ্রীষ্টের তাড়নাকারী ছিলেন কারণ তিনি খ্রীষ্টের বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার করতেন – আর তিনি যখন খ্রীষ্টকে পেলেন, তাঁর শিষ্য হলেন, তিনি কোন সময় নষ্ট করেন নাই– এবং যখন তিনি বয়ঃপ্রাপ্তি, বন্দীদশায় আছেন তখন তার আত্মিক সন্তান তীমথিয়কে লিখলেন (২তীমথিয় ৪:১-২) শুধু লিখছেন তা নয়, খ্রীষ্টের নামে তাঁর দ্বিতীয় আগমনে, ঈশ্বরের রাজ্যের দোহায় দিয়ে দৃঢ় ভাবে বলছেন – তুমি শুধুমাত্র দুটো সময়েই সুসমাচার প্রচার করবে, একটি হল "**সময়ে**", আরেকটি হল "**অসময়ে**" অর্থাৎ "**সর্বসময়েই**"।

আর এই সুযোগ নিজে নিজে আপনার কাছে আসবে না এটা আপনাকে তৈরী করে নিতে হবে। "**সুযোগ কিনিয়া লও, কেননা এই কাল মন্দ... কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কি, তাহা বুঝ**" (ইফি: ৫:১৬–১৭)। আবার মথি ২৪:১৪ অনুসারে "**আর সর্ব্বজাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে।**" আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমুদয় জাতির কাছে প্রচার হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুসমাচার প্রচার করে যেতে হবে।

খ্রীষ্ট যীশুতে প্রিয়জনেরা,

বিশ্ববাণী সেবাকাজের মাধ্যমে আপনাদের কাছে এই সুযোগ আছে, সময় কি অসময়ে প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সুসমাচার প্রচার করার। প্রেরিত ১৩:১-৪ পদ অনুসারে যদি আপনি না যেতে পারছেন প্রার্থনা ও দানের মাধ্যমে সুসমাচার প্রচারকদের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে প্রেরণ করুন, যার ফলস্বরূপ আপনাদের পরিবার ও মণ্ডলীকে ঈশ্বর প্রচুর আশীর্ব্বাদ করবেন। একটি গ্রামকে মাসিক মাত্র ৪০০০ টাকা দ্বারা দত্তক গ্রহণ করার মাধ্যমে সুসমাচার প্রচার কাজকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন।

আপনাদের প্রত্যেককে পূণ্য শুক্রবার ও পুনরুত্থানের শুভেচ্ছা জানাই।

প্রভুতে ভাই

সুজয় দাস

ক্রুশের শক্তি...

- হ্যারিস প্রেম, বিশ্ববাণী মিডিয়া

পুষ্টি সকলের প্রয়োজন। বাড়ন্ত শিশুদের জন্য ডাক্তার নানা রকম খাদ্যের তালিকা দেন। অনুরূপভাবে বয়স্কদের জন্যও ডাক্তার কিছু অতিরিক্ত ভিটামিন দেন যেন তারা বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। সুষম আহার পেলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। আমাদের স্বাস্থ্যও ভালো হয়। ।

যথাযথ আহার, বিশ্রাম, পরিশ্রম এবং তার সাথে স্বাস্থ্যকর চিন্তা সাধারণভাবেই আমাদের শরীর ভালো রাখে। কিন্তু আমরা পৃথিবীতে আমাদের আয়ু বৃদ্ধি করতে পারি না। ঈশ্বর যা নিরূপণ করে রেখেছেন আমরা এমনকি তাতে এক সেকেণ্ড যোগ করতে পারি না। আমরা দেহকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিই। কিন্তু ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের উচিত আমাদের আত্মার জন্য যত্নবান হওয়া।

আমরা যখন ক্লান্তি অনুভব করি যখন আমাদের দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তখন আমরা ততক্ষণাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ নিই। আমরা ওষুধ খাই। অবস্থা বেশী খারাপ হলে আমরা এমন কি হাসপাতালেও ভর্তি হই। এর পিছনে একটাই কারণ আর তা হলো মৃত্যু ভয়। কিন্তু আত্মিক মৃত্যুর ভয় আমাদের মনেই আসে না। কিন্তু একজন মানুষ যদি আত্মিক হয়েই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে তবে এই দৈহিক মৃত্যুভয় তাকে গ্রাস করবে না।

আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন যেন আমরা আত্মিক ভাবে মৃত হয়ে নরকে না যায়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মার খাদ্যের জন্য যথাযথ আহার হলো ঈশ্বরের বাক্য। আমাদের অভ্যন্তরীণ মানুষটি ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন এবং তা পালনের মাধ্যমে দিন দিন বেড়ে ওঠে। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে বিশ্বাস সহকারে আমরা যখন পথ চলতে শুরু করি তখন আমরা তাঁর বাক্য হতে শক্তি পায়। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলেন। আর এই ভাবে আত্মিক ভাবে বেড়ে উঠলে বিশ্বাসী নিজেকে, শয়তান এবং জগতকে জয় করতে পারবে। প্রকাশিত বাক্যে তাদের বিজয়ী বলা হয়, যারা জগতকে জয় করেছে।

যখন কোন ব্যক্তি শিশুকাল হতে তা অনুসরণ করে তখন সে যুব বয়সে বিজয়ী হয়ে ওঠে। আর সমস্ত জীবন ধরে সে প্রভূর জন্য মহান মহান কাজ করতে পারবে।

ঈশ্বর আমাদের জীবনে বিশ্বাসকে সবল করতে অনেক সময়ই আমাদের নানা সমস্যার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান।

আমার সাথে এক যুবকের পরিচয় হয়েছিল যে বাল্য কাল হতেই আর্ন্তজাতিক অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল এবং শেষে কারাগারে তার স্থান হয়। পরবর্তীকালে সে

তার ভুল বুঝতে পারে এবং পড়াশোনা শুরু করে। বর্তমানে সে জীবনে অনেক উন্নতি লাভ করেছে।

সে যখন অতীতের অপরাধের কথা এবং যে সমস্ত সমস্যার মধ্যে দিয়ে সে গেছে সেই কথা বলে তখন নিজেই অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। জেলের মধ্যে বিভিন্ন অত্যাচার, কারাগারের বন্দীদের ব্যবহার এইসব তার কানে এখনও বাজে। কিন্তু এই সমস্ত সময় কাটিয়ে সে জেল থেকে ছাড়া পায়। জেল থেকে বার হয়ে এসে সে এই সমস্যাগুলিকে দূর করে ভালো মানুষ হবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই সমস্যার মধ্যে যে শিক্ষাগুলি লাভ করে তা কাজে লাগায়।

আমার সাক্ষাৎকার শেষ হলে সে বলে, "আজকের দিনের সমস্যা আগামী দিনে বিজয়ী হতে সাহায্য করবে।" তার এই কথাগুলি আমার আজও মনে আছে।

যিরূশালেমের যাবার পথে গলগথার দিকে এক রাস্তা রয়েছে। যারা সেই পথ দিয়ে যেত তারা ক্রুশবিদ্ধ হবার স্থানটিকে দেখে যিরূশালেমে প্রবেশ করত।

বেশীর ভাগ ধার্মিক মানুষ যারা অন্য দেশ হতে যিরূশালেমে পাপের নৈবেদ্য দিতে আসে, তারা এই পথই ধরে। তাদের পরিবারের শিশুরা যখন ক্রুশ দেখিয়ে প্রশ্ন করত তখন তারা উত্তর দিত যে সরকার তাদের এইভাবে হত্যা করে যারা ঈশ্বর এবং মানুষের বিরুদ্ধে ওঠে। এইভাবে সেইসব শিশুদের মনে তা দাগ কাটত যে ক্রুশ তাহলে দুষ্ট লোকেদের জন্য, যারা সমাজের পক্ষে বোঝা স্বরূপ। যদি কোন ব্যক্তির ক্রুশের সাজা হতো তবে তার সমস্ত পরিবার এমন কি বংশ সেই লজ্জা বহন করত।

যীশুকে যখন ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তখন অনেকে তাঁকে দেখে ঠাট্টা করছিল। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর এই ক্রুশই মানুষের কাছে বিজয়ের বড়ো চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দ্বারা আমরা বিশ্বাসে এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ হই এবং অন্যদের সাহায্য করতে সমর্থ হই।

আর তাই সাধু পৌল ১ করিন্থীয় ১:১৮ পদে লিখছেন, "কারণ সেই ক্রুশের কথা যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণ পাইতেছি যে আমরা, আমাদের কাছে তাহা ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ।"

এ শক্তি সাধারণ শক্তি নয় কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি বা পরাক্রম, যে পরাক্রম ঈশ্বরের মধ্যে রয়েছে। আমরা যখন ক্রুশের সত্য নিয়ে গভীর ভাবে তা ধ্যান করি তখন আমরা স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে আমাদের কোথায় দাঁড়ানো উচিত, কি অধিকার করা এবং কি প্রত্যক্ষ করা উচিত। আর তখন আমাদের জীবনের স্পষ্ট লক্ষ্য থাকবে। আমরা যখন আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনে ক্রুশকে উপেক্ষা করি তখন আমরা জগতের নানা আমোদ প্রমোদ, খ্যাতি এবং গর্বের মধ্যে জড়িয়ে পড়ি।

অনেক মানুষ যারা আত্মিক ভাবে শুরু করেছিলেন তারা এখন মাংসিক হয়ে পড়েছেন। আর এইভাবে প্রথম যারা তারা শেষে পড়েছে। এর কারণ তারা ক্রুশকে

তাদের জীবনে এড়িয়ে গেছে। আমাদের হৃদয় অবশ্যই ক্রুশের ধ্যানে সিক্ত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের অবশ্যই প্রভুকে দেখতে পেতে হবে আর তাতে ব্যর্থ হলে জগত আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়বে। তখন আমাদের উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হবে আমরা অন্য বিষয়ে সময় ব্যয় করতে শুরু করব এবং আমাদের বল ক্ষয় পাবে। কিন্তু ক্রুশ একটি ছোট্ট হালের মতো যা পরিচালনা দান করে ঠিক স্থানে নিয়ে আসবে।

বর্তমানে আমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য নানা ধরণের পদ্ধতি রয়েছে । কিন্তু আমরা যখন যীশুর চলচিত্র দেখায় তখন ক্ষেত্রে অনেক মানুষ প্রভু যীশুকে গ্রহণ করে পাপের ক্ষমা লাভ করে, বিশেষ করে সেই দৃশ্যটি দেখে যেখানে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। যারা দুষ্ট তাদের কাছে তা গল্প মাত্র। কিন্তু যারা উদ্ধার লাভ করে পরিত্রাণ পাচ্ছে তাদের কাছে এ মহাশক্তি।

এটি আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের সুসমাচার যে এই শক্তি বিনামূল্যে ক্রুশ হতে লাভ করা যায়। আসুন আমরা ঈশ্বরের বাক্য হতে যীশু ক্রুশে যে যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন তা ধ্যান করি। আসুন এই ৪০ দিন ধরে আমরা ঈশ্বরের বাক্য হতে পাঠ করে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করি। তখন আমাদের অভ্যন্তরীন মানুষটি খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি লাভ করবে। নচেৎ এই মহা-উপবাসের সময় প্রথাগত ভাবে পালন করা হবে। তা তখন আমাদের দৈহিক ভাবে উপকারী কিন্তু আত্মার ক্ষেত্রে কোন কাজের হবে না।

এই সমগ্র মাসটি ক্রুশের শক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে মনোযোগী হোন এবং ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান ও তা পালন করুন। প্রভু নিশ্চিতভাবে আপনাকে সাহায্য করবেন। আমেন।

আগে ছিল সমস্যা সেখানে এখন ঈশ্বরের প্রশংসা...

পুরো শহর যখন গভীর ঘুমে আছন্ন, তখন মধ্য রাত্রে প্রচণ্ড হাহাকার আর চীৎকার! অশুভ আত্মার আর্তনাদ আমাদের ঘুম কেড়ে নিত! অনেক কালো যাদুবিদরা সারা বছর আমাদের বাড়িতে চিকিৎসা করতে আসত আর তাদের জন্য আমরা অনেক অর্থ ব্যয় করতাম। এত কিছুর পরেও কিন্তু রাত্রে ভয় করা বন্ধ হয়নি। গত বছরের শেষের দিকে বেদকুওয়া গ্রামের মিশনারীদের দ্বারা মুখ নিসৃঃত ঈশ্বরের বাক্যকে আমরা শুনেছিলাম; যে শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্ট পারেন মন্দ আত্মা থেকে উদ্ধার ও পরিত্রাণ দিতে। তারপর থেকে আমরা নিয়মিত প্রার্থনা শুরু করলাম। যীশুর নামে পিতা ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন। অশুভ আত্মা আমাদের সীমানা থেকে দূরে পালিয়ে গিয়েছে।

আজ আমরা শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছি, এবং যীশুর শক্তি আমাদের হাতের কাজকে আশীর্ব্বাদ করে চলেছেন! বর্তমানে আমরা একটি নতুন গৃহ নির্মাণ করতে পেরেছি। এখন প্রভু যীশু আমাদের বাড়ির একজন প্রধান কর্ত্তা! হ্যাঁ, এটা সত্যি যে তিনি বিনামূল্যে সকল কিছুই করে থাকেন!

– গোবিন্দভাই চিবাভাই, গুজরাট

ধন্য তারা যারা মণিপুরকে ভালোবাসে!

বিশ্বাণীর প্রধান কার্য্যনির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালক, সমন্বয়কারী এবং মিশনারীদের সাথে ১৭ থেকে ২৩শে জানুয়ারী, তৃতীয় স্তরের ত্রাণ কর্মসূচীর মাধ্যমে মণিপুরের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভালবাসাকে ভাগ করে নিয়েছিল। তারা ক্ষেত্র চার্চ, বিশ্বাসী, মিশনারী এবং তাদের পরিবারগুলিদের পরিদর্শন করেছিল। তারা খ্রীষ্টেতে তাদের সান্ত্বনা দান এবং প্রার্থনার মাধ্যমে তাদের শক্তিশালি করেছিল। মণিপুর স্বাভাবিক অবস্থা না থাকায় তারা ছোট ছোট দলে বিশ্বাসীরা ভাগ হয়ে গিয়েছিল। আর তারা বলতে থাকে যে যীশুই তাদের জীবন এবং এই সাক্ষ্যকে তারা জীবনে বহন নিয়ে চলেছে। আমরা তাদের সঙ্গে সময় ভাগ করে নিই যাতে আপনিও আমাদের সাথে প্রার্থনায় তাদের স্মরণ করতে পারেন।

সেই অন্ধকার দুঃসময়ে, আমাদের (আমার স্ত্রী এবং তিন সন্তানের) চোখের জল ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। আমরা আমাদের চোখের সামনে বিপর্যয় দেখেছিলাম। আমাদের একমাত্র আশা ছিল 'যীশুর নামে প্রার্থনা'। আমি ঈশ্বরের প্রশংসা করি যিনি এখন পর্য্যন্ত আমাদের জীবন রক্ষা করে আসছেন। আমি বিশ্ববাণীর দলকে ধন্যবাদ জানাই যারা জামাকাপড়, বিছানার চাদর এবং এক মাসের রেশন দিয়ে সাহায্য করেছেন। **– আমকেই কম, সিনাম কম**

আমার পরিবার দুটি কঠিন সমস্যার মধ্যে লড়াই করছিল; যীশুকে ছেড়ে দাও অন্যথায় গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। গ্রামবাসীরা আমাদের হুমকি দিত ও ঘৃণা করত। তিক্ততা, উপহাস এবং ক্ষুধা ছিল সেই সময়ের জীবনের সঙ্গী। কিন্তু আমি যীশুকে ছেড়ে যেতে চাইনি। আমরা সেই কঠিন সময়ে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করা বন্ধ করিনি! ঈশ্বর দয়া করে আমাদের রক্ষা করেছেন। ৩রা মে, এরপর আমাদের গ্রামে কোন জমায়েত হয়নি। কিন্তু আমরা মোবাইলের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্য শুনছি এবং প্রতিদিনের মান্নার মাধ্যমে আমরা সান্ত্বনা পেয়ে চলেছি। আমাদের রাজ্যের শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে ভুলবেন না। **- কান্ত সিং কাকচিং**

আমরা বিশ্ববাণী সেবাকাজের জন্য ধন্য। তাই, আমরা মণিপুর রাজ্যের জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করেছি এবং দান বাক্সের মাধ্যমে বিশ্ববাণীর সেবাকাজকে সমর্থন করতে শুরু করেছি। যে মানুষেরা প্রতিটি গ্রামে আক্রমণ করেছিল এবং পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল তারা ৩রা মে আমাদের গ্রামেও এসেছিল। আমরা আমাদের কাঁধে এবং পিঠে শিশুদের বহন করে জীবন বাঁচাতে ছুটে গিয়েছিলাম। কয়েক মিনিট পরে, আমাদের সামনে নিজের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। আমরা পরবর্তী সময়ে ত্রাণ শিবিরে ঠাঁই পেয়েছিলাম এবং আমাদের একবেলা খাবারের জন্য অন্যদের

কাছে ভিক্ষা করতে যেতে হত। আমাদের ছোট বাচ্চারা আমাদের চেয়ে বেশি মানসিক আঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল। আমরা আমাদের বাড়ি থেকে খালি হাতে বেরিয়ে এসেছিলাম এই বিশ্বাস নিয়ে যে

আমাদের যা আছে তা হল 'যীশু' এবং তিনিই একমাত্র ধন ও সম্পদ! আমাদের ঘরবাড়ির চেয়ে যে চার্চগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তা দেখে আমরা অনেক বেশী কষ্ট পেয়েছিলাম। যীশু বলেছিলেন "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এমন কেহ নাই, যে আমার নিমিত্ত ও সুসমাচারের নিমিত্ত বাটী কি ভ্রাতাগণ কি ভগিনী কি মাতা কি পিতা কি সন্তানসন্ততি কি ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন ইহকালে তাহার শতগুণ না পাইবে; সে বাটী, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, সন্তান ও ক্ষেত্র তাড়ানাই সহিত এই সকল পাইবে, এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন পাইবে" (মার্ক ১০:২৯–৩০)। আমরা এই মহান আশীর্ব্বাদের প্রাপক হয়েছি। রাজার প্রাশংসা হোক। **– ম্যাংনিও, সরনফাই**

আমরা আমাদের চার্চের মাধ্যমে বিশ্ববাণী সেবাকাজকে সমর্থন করি। আমাদের চার্চে ২০টি দান বাক্স রয়েছে। আমরা ছয় মাসে একবার বিশ্ববাণী সেবাকাজের জন্য সেই দান জমা দিয়ে থাকি। আমরা কখনই আশা করিনি যে ঈশ্বর আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার প্রতিদান দেবেন। দাঙ্গার সময় যখন আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম, বিশ্ববাণীর মিশনারীরা আমাদের শারীরিক প্রয়োজনে ২০ ব্যাগ খাদ্যশস্য দান করেছিল। আমরা আমাদের চার্চের পক্ষ থেকে বিশ্ববাণী সেবাকাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই। **– কোয়েট চার্চ**

যীশু, আমাদের সান্ত্বনা...

আমি যে মন্দ জিনিসগুলি দেখেছি এবং অনুভব করেছি তাতে আমি গভীর ভাবে মর্মাহত হয়েছিলাম! ৩রা মে সন্ধ্যায় ৫০০ মত সশস্ত্র লোককে আমাদের বাড়ি ঘেরাও করতে দেখে আমি ভয়ে ও আতঙ্কে কাঁপতে থাকি। আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মাঠে ফসলের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। উত্তেজিত জনতা আমাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল; এই ঘটনাটি নির্মম ভাবে আমাদের শিশুদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। তারা আমার তৃতীয় ছেলেকে হত্যা করে রাস্তায় ফেলে দিয়ে ছিল। আমি যখনই সেই প্রাণঘাতী দিনের কথা ভাবি, আমার চোখ জলে ভরে যায়। তার কথা না ভেবে আমি থাকতে পারি না। কষ্টের দিনে যীশুই ছিলেন একমাত্র সান্ত্বনা। ঈশ্বরের বাক্য ছিল আমাদের একমাত্র সাহায্যকারী এবং আমাদের একমাত্র আশা ও অনন্ত জীবন। সেই মহিমান্বিত দিনে আমরা আমাদের ছেলের দেখা পাবো বলে সেই আশায় বিশ্বাস সহকারে বেঁচে আছি!

আমরা বিশ্ববাণী মিশনারীদের মাধ্যমে সান্ত্বনা, প্রার্থনা ও সাহায্য পেয়েছি যারা তিনবার আমাদের ত্রাণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন ও ত্রাণ সামগ্রী দিয়েছেন! মিশনারীরা দেখলেন যে আমাদের ত্রাণ কেন্দ্রে প্রবল বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে ৫ জনের জন্য একটি মাত্র কম্বল ছিল। তাই তারা আমাদের জন্য কম্বল বিতরণ করলেন যেটি একটি মহান সাহায্যে পরিণত হয়ে ছিল! যারা কষ্টের দিনে আমাদের সাহায্য করেছেন তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। প্রভুর প্রশংসা হোক! **– হাটবোই, কংভাই**

আমি নই কিন্তু খ্রীষ্ট

– রেভা: ডা: পন সুবারস্‌ন

বাইবেলে মন পরিবর্তনের যে চিত্রগুলি অঙ্কিত রয়েছে তার মধ্যে পৌলের জীবন অন্যতম, যা অনেক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং পৌলের মনপরিবর্তন আমাদের কাছে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের গুরুত্ব প্রকাশ করে। মৃতদের পুনরুত্থান কেবল ঈশ্বরের দ্বারাই সম্ভব। অনুরূপ ভাবেই মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন করতে পারেন তা তার অবস্থা যাই হোক না কেন।

অনেকেই রয়েছে যারা তর্ক করে বলতে পারে যে এই দুটি ঘটনা কখনোই ঘটেনি। গবেষক গিলবার্ট এবং লাইটেলটন এই প্রমাণ করতে অনেক অনুসন্ধান করেছিলেন যে এই ঘটনাগুলি মিথ্যা। কিন্তু তারা যা পেলেন তা হলো এই ঘটনাগুলি একশত শতাংশ সত্যি; আর তা তাদের লেখা 'ওবসারভেশন ওফ শৌল কনভারসান' নামক বইয়ে লিখে গেছেন। শৌল কে? তার মন পরিবর্তনের বিষয়টি কি? -আসুন আমরা এই বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখি। শৌলের কথা শুনলেই আমাদের পুরাতন নিয়মের শৌল রাজার কথা মনে পড়ে। ইব্রীয় ভাষায় শৌল নামের অর্থ হলো প্রার্থনা এবং গ্রহণ। এই নামটি প্যালেষ্টাইনে সাধারণ নাম ছিল। শৌল যখন পরিবর্তিত হন, তখন আমরা মনে করি এই নাম বদলে পৌল হয়েছিল। কিন্তু তা নয় এটি তার রোমীয় নাম ছিল। যার অর্থ ক্ষুদ্র। শৌল পরিবর্তনের পরে এই নামটি ব্যবহার করতেন নম্রতা প্রকাশ করতে কারণ ঈশ্বর তাকে পরজাতীয়দের মধ্যে সুসমাচার প্রচার করার জন্য মনোনীত করেছিলেন। কিছু বাইবেল বিশেষজ্ঞদের মতে তার ইচ্ছাও তাই ছিল।

আমরা এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে বুঝতে পারি যে যা কিছু মানুষের পক্ষে অসম্ভব তা ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব এবং মণ্ডলী খ্রীষ্টের অমূল্য রক্তে ক্রীত বলে তার চোখ মণ্ডলীর উপরে রয়েছে। শৌল একজন ইহুদী ফরীশী ছিলেন। তিনি বিধি ব্যবস্থা ভালো ভাবে শিক্ষা করেছিলেন এবং ইহুদীদের পরাম্পগত নীতির সাথে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন না যে খ্রীষ্টই হলেন মশীহ। তিনি সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তিনি এই কাজের জন্য ছয় দিন ধরে ১৩০ মাইল ভ্রমণ করে দামাস্কাসে যাচ্ছিলেন বিশ্বাসীদের বন্দী করে যিরূশালেমে নিয়ে আসার জন্য।

কিন্তু তিনি বিশ্বাসীদের কষ্ট দিচ্ছিলেন কেন? কারণ তিনি মনে করেছিলেন তিনি এই বিষয়ে নির্দোষ! প্রেরিত ২৬:৯ পদে লেখা আছে, "আমিই ত মনে করিতাম যে, নাসরতীয় যীশুর নামের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করা আমার কর্তব্য"। যীশু এই কথাই যোহন ১৬:২ পদে বলেছিলেন, "সময় আসিতেছে যখন যে কেহ তোমাদিগকে বধ করে সে মনে করিবে আমি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উপাসনা-বলি উৎসর্গ করলাম।" আমরা কিছু মণ্ডলীতে আজও এমন অবস্থা দেখতে পাই।

যারা খ্রীষ্ট যীশুকে ভালবাসে না এবং যারা ঈশ্বরের বাক্য ঠিক ভাবে বুঝতে পারে না

তারা তাদের চিন্তায় এবং মনে ইর্ষান্বিত। পৌল বলেছেন, ‘‘আমি অজ্ঞতার এবং অবিশ্বাসের বশে কাজ করতাম” (১ তীমথিয় ১:১৩)। খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার আগে পৌল তার চিন্তা এবং মতবাদ নিয়ে গর্বিত ছিলেন। কিন্তু পরিত্রাণ লাভ করার পর, তিনি বলেছেন যে তিনি অজ্ঞতার বশে সেই কাজ করেছিলেন। হ্যাঁ ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী হিসাবে দেখেন। হ্যাঁ তা খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যেও দেখা যায়। এর দ্বারা এটিও প্রকাশ পায় যারা তাদের অবিশ্বাসের এবং মন্দ চিন্তার কারণে ঈশ্বরের সন্তানদের এবং মণ্ডলীর বিরুদ্ধে ওঠে তারা অবশ্যই ঈশ্বরের সম্মুখীন হবে।

এখানে পৌল দম্মেশকে যেতে মনস্থ করলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বাসী এবং শিষ্যদের গায়ে হাত দিতে অসমর্থ হলেন। কারণ ঈশ্বর তার এই কাজে বাধ সাধলেন। তিনি দৃষ্টি হারালেন। তিনি মনে করেছিলেন বিশ্বাসীদের ধরে যিরূশালেমে নিয়ে যাবেন, কিন্তু তাকেই কারো সাহায্য নিয়ে ফিরে যেতে হলো কারণ তিনি অন্ধ হয়ে গেছিলেন।

শৌলের মন পরিবর্তন হয়েছিল যীশুর স্পর্শ পেয়ে। তিনি প্রভু যীশুকে বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে তিনি এক নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠেছিলেন। কোন মানুষ যখন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তখন প্রথম যে ঘটনাটি তার জীবনে ঘটে তা হলো অনুতাপ। খ্রীষ্টের মাধ্যমেই তা ঘটে এবং তা এক আশ্চর্য্য বিষয়। তা একটি মানুষকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে। অনেক মানুষ রয়েছে যারা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মানে কিন্তু তাদের হৃদয়ের কোন পরিবর্তন হয়নি। বিশ্বাসী না হলে তারা তাদের পূর্বের এবং পরবর্তী জীবনের তফাত বুঝতে পারবে না। পৌলের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছিল আর আমরা তা গালাতীয় ১:২৩-২৪ পদে দেখতে পাই। ‘‘যে ব্যক্তি পূর্বে আমাদিগকে তাড়না করিত, সে এখন সেই বিশ্বাস বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিতেছে।.. এবং তারা আমার উপলক্ষে ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল।”

মানুষ কি আমাদের দেখে ঈশ্বরের প্রশংসা করে? পৌলের পরিবর্তন জাগতিক ছিল না। তা কোন অবস্থার ফলস্বরূপ ছিল না। কিন্তু খ্রীষ্টের সাথে তাঁর সাক্ষাতের ফলেই তা হয়েছিল। তিনি লিখেছেন ‘‘খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর আমি এখন মাংসে থাকিতে যে জীবন আছে তা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন” (গালাতীয় ২:২০)।

এখন থেকে আমরা কি পৌলের মতো বলতে পারি প্রভু আমার চিন্তা, আমার ইচ্ছা নয় কিন্তু তোমার ইচ্ছাই আমার জীবনে পূর্ণ হোক। আর তখন আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করব। সেই ঐশ্বরিক আশীর্বাদ আপনার জীবনের অংশ হোক!

এখন নিরূপিত সময়
এখনই পরিত্রাণের দিন

- রেভা ইম্মানুয়েল জ্ঞানরাজ, প্রেয়ার নেটওয়ার্ক

বর্তমান জগতে মানুষের অপরের জন্য সময় দেবার সময় নেয়; কিন্তু তারা জানে না তারা কোন দিকে চলেছে আর আমাদের তাদের থামানো প্রয়োজন কারণ তারা অনন্তকালীন ক্ষতির দিকে ধাবমান। বাইবেলে অনেক সাবধানবাণী রয়েছে, সাবধান হবার অনেক চিহ্ন রয়েছে যাতে আমরা সঠিক পথে চলি। প্রথম সাবধান বাণী এদোন উদ্যানে ঘোষিত হয়েছিল। যেখানে ঈশ্বর সাবধান করেছিলেন যেদিন আদম হবা সেই সদাসদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খাবে সেই দিনই মরবে। এই ধরণের সাবধানবাণী ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে দেওয়া হয়েছে। আমরা জীবন শুরু করি এই বিষয়ে সচেতন না হয়েই যে আমরা কোন দিকে চলেছি এবং কোন উদ্দেশ্যে আমরা বেঁচে রয়েছি। বাইবেল অনেক নির্দেশ এবং পরামর্শে পূর্ণ এবং তা মানুষের জন্য দেওয়া হয়েছে।

"অহো তৃষিত লোক সকল তোমরা জলের কাছে আইস; যাহার রৌপ্য নাই, আইসুক; তোমরা আইস খাদ্য ক্রয় কর, ভোজন কর; হ্যাঁ আইস, বিনা রৌপ্যে খাদ্য, বিনা মূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর। কেন অখাদ্যের নিমিত্ত রৌপ্য তৌল করিতেছ, যাহাতে তৃপ্তি নাই, তাহার জন্য স্ব স্ব শ্রমফল দিতেছ?" (যিশাইয় ৫৫:১,২)। আপনি যদি ডানে বা বামে যান আপনার কান শুনতে পাবে, "এই পথে, তোমরা এই পথে চল" (যিশাইয় ৩০,২১)।

প্রভু যীশু নিজেকে সেই পথ, সত্য এবং জীবন হিসাবে পরিচিত করান (যোহন ১৪:৬)। কিন্তু মথি লিখিত সুসমাচারে এক মহান আহ্বান রয়েছে, "হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব" (মথি ১১:২৮)। যে মানুষ পাপের কারণে ঈশ্বররের সাথে যোগাযোগ হারিয়েছে তারা মুক্ত হবার জন্য অনেক চেষ্টা করতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের সাথে সম্মিলিত হবার বিষয়টি তার কাছে কঠিন হবে। পাপী একমাত্র কেবল যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই ঈশ্বরের সাথে এক হতে পারে। তিনি মানুষকে মুক্ত করার জন্য তাঁর অমূল্য রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন আর তাই যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের উদ্ধার সম্ভব। আর তাই এই উদ্ধার করার কাজটি অত্যন্ত জরুরী।

১। সুসমাচার প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা:

বেশীর ভাগ মানুষ এই জগতে ঈশ্বর বিহীন হয়ে বাস করছে এবং তার হৃদয় এবং মাংস যা চায় সে তাই করছে। আর এই ভাবে সে নরকের দিকে এগিয়ে চলেছে। আর তাই পাপ ক্ষমার সুসমাচার প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং আমরা প্রভু যীশুর মাধ্যমে কি ভাবে বিনামূল্যে মুক্তিলাভ করি তা ব্যখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে। কেবলমাত্র এক ভিখারীই বলতে পারে ভিক্ষা করতে গিয়ে সে কোথা থেকে অনেক টাকা পেয়েছে। যদি প্রভু যীশু আপনার পাপ ক্ষমা করে থাকেন তবে আপনার মনে সেই বিশ্বাস জন্মাবে এবং আপনি অপরের কাছে তা ঘোষণা করাটা কর্তব্য হিসাবে দেখতে পাবেন। যারা এই সত্য জানে তারা যদি তা ঘোষণা না করে তবে যারা শুনতে পায়নি তারা কিভাবে শুনবে? অনেক মানুষ এখনও রয়েছে যারা

যীশুর বিষয়ে শোনেনি। আবার এমন মানুষ আছে যারা তাঁকে পছন্দ করে না কিন্তু প্রেরিত ৪:১২ পদে লেখা রয়েছে, "আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নেই যে নামে আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে।"

কেবল মাত্র যীশুই হলেন পরিত্রাতা আর তাই আমাদের সুসমাচার ঘোষণা করা উচিত। ২রাজাবলি ৫ অধ্যায়ে ৪জন কুষ্ঠ রোগীর জীবন আমাদের কাছে সাবধান বাণী স্বরূপ। নগর অবরোধ এবং খাদ্য সঙ্কটের সময় প্রচুর ফেলে রাখা খাদ্য দেখতে পেয়ে এবং তাতে তৃপ্ত হবার পর সেই কুষ্ঠ রোগীরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করেছিল, "আমাদের এমন কাজ ভালো নয়; অদ্য সুসংবাদের দিন, কিন্তু আমরা যদি চুপ করে থাকি তবে আমাদের অপরাধ আমাদের ধরবে।" (২রাজাবলি ৭:৯)। আমাদের মধ্যেও যেন সেই ধরণের মনোভাব থাকে কারণ সুসমাচার খাদ্যের চেয়েও বেশী প্রয়োজন।

২। সুসমাচার প্রচার করা জরুরী বিষয়:

আমাদের দ্রুত এই কাজ করতে হবে। মানুষের সাধারণ স্বভাব হলো কোন কাজে দেরী করা। মানুষ তখনই দ্রুত কাজ করে যখন তার কোন বিষয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সে যখন দেখে অন্যের একই প্রয়োজন রয়েছে তখন সে তাদের প্রয়োজন দ্রুত মেটানোর প্রয়োজনীয়তা কিন্তু সে অনুভব করে না।

আমি আমার অসুস্থতার কারণে বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলাম। একদিন দিনের শুরুতেই ঈশ্বর আমার কাছে এলেন। আমি প্রভুর জন্য ৮ বছর কাজ করেছি কিন্তু এখন আমি আর চলতে পারি না। ডাক্তারদের পরামর্শ আমার মধ্যে এক ভয়ের সঞ্চার করেছে। তাই আমি ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করলাম আমি আবার কবে থেকে আমার পরিচর্য্যা কাজ শুরু করতে পারব? আর কিভাবেই বা করব? এইসব প্রশ্নের তিনি অপূর্ব সব উত্তর দিলেন। "আমায় বলো কোথায় মানুষ মরছে" আমি বললাম সর্বত্র। তিনি উত্তর দিলেন তাহলে সর্বত্র পরিচর্য্যা কাজ কর। আর তারা যদি আজও মরে তবে সুসমাচার প্রচার এখনই শুরু করা প্রয়োজন।

হ্যাঁ, প্রিয়তমেরা, আমাদের চারপাশের মানুষ যীশু বিহীন জীবন যাপন করছে এবং তারা নরকের দিকে ধাবমান। আমরা যদি তাই সুসমাচার প্রচারের কাজ ফেলে রাখি তবে তা কারো কারো ক্ষেত্রে বড়ো দেরী হয়ে যেতে পারে।

আমেরিকার একজন নায়ক দুষ্ট জীবন যাপন করতেন এবং তার অন্তরে কোন শান্তি ছিল না। একবার তার সুযোগ হয়েছিল একটি সুসমাচার সংক্রান্ত সভায় যোগদান করার। সেখানে প্রভুর কাছে নিজ জীবন অর্পণ করার আহ্বান তার হৃদয়ে সাড়া জাগায় এবং তিনি পরের দিন যীশুর কাছে নিজের জীবন সমর্পণ করবেন বলে মনস্থ করে চট করেই সেই সভাকক্ষ্য ত্যাগ করেন। বাড়ি ফিরে আসার পথে তিনি এক দুর্ঘটনায় পড়ে প্রাণ হারান। তিনি ভেবেছিলেন পরের দিন যীশুর কাছে নিজের জীবন সমর্পণ করবেন কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। সেই সুযোগ আর আসেনি।

হ্যাঁ প্রিয়তমেরা আসুন আজই আমরা নিজেদের জীবন যীশুর কাছে সমর্পণ করি এবং তাঁর বিষয়ে ঘোষণা করি। ২ করিন্থীয় ৬:২পদ দেখুন, "আমি প্রসন্নতার সময়ে তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, এবং পরিত্রাণের দিবসে তোমার সাহায্য করিলাম। দেখ এখন সুপ্রসন্নতার সময়; দেখ এখন পরিত্রাণের দিবস।" আমাদের কালকের সুযোগ নাও থাকতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে

আজ নামক সময় রয়েছে। সেই চারজন কুষ্ঠ নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করেছিল দেখুন: "আমরা যা করছি তা ভালো নয় আজ সুসংবাদের দিন, কিন্তু আমরা তা নিজেদের মধ্যে রেখে দিয়েছি। চল আমরা এখনই গিয়ে তা সবাইকে বলি" (২রাজাবলি ৭:৯)। আমরা কেন এই উত্তম সিদ্ধান্ত নিতে পারি না?

৩। সুসমাচার প্রচারের আশীর্বাদ:

আমরা যেখানে যেতে পারি সেখানেই এই সুসামাচার প্রচার করতে হবে। আবার এমন স্থান রয়েছে যেখানে আমরা পৌঁছাতে পারব না; কিন্তু সেখানকার জন্য আমরা প্রার্থনা করতে পারি। আমাদের দায়িত্ব হলো সুসমাচার ঘোষণা করা এবং সেই কাজে সাহায্য দান করা। যারা সুসমাচারে পৌলের সাথে পরিশ্রম করেছিলেন তাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা আছে (ফিলিপীয় ৪:৩)। ফিলিপীয়দের প্রতি পত্র আমাদের শিক্ষা দেয় যেন আমরা প্রভুতে সমমনা হই এবং সুসমাচার প্রচারের কাজে মিশনারীদের সাহায্য করি। আমাদের ক্লান্ত হলে চলবে না কিন্তু সাবধান হয়ে প্রার্থনা করতে হবে। আসুন আমরা একসাথে দ্রুত কাজ করি। যেন স্বর্গ আমাদের কাজে পূর্ণ হয় এবং দূতগণের আনন্দে তা ভরে যায়।

প্রভুর প্রশংসা হোক
ক্ষেত্র পরিদর্শন; পরিচর্য্যা কাজের বৃদ্ধি!

প্রার্থনার অংশীদার হিসাবে ৩৮ জনের একটি দল হিসাবে জানুয়ারী মাসের ১১- ১৮ তারিখ পর্য্যন্ত আমাদের দিন্দিগুল থেকে তিরুনেলভেলী পর্য্যন্ত উড়িষ্যার এই ক্ষেত্রগুলি পরিদর্শন করার সুযোগ হয়। এই কটি দিন আমাদের হৃদয় বলবান হয়েছিল।

যে সব মিশনারীরা এই সব ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছায় তারা প্রচুর অনুগ্রহে পূর্ণ! এ পবিত্র আত্মার কাজ যে সেখানে বিশ্বাসীর এবং মণ্ডলীর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখে মিঃ জন সলোমন এবং মিসেস হেপজিবারের প্রচেষ্টায় স্কুলসাহীতে নির্মিত গীর্জাটি উৎসর্গ করা হয়। প্রভু এখানে মিশনারীদের মাধ্যমে মহান কাজ করে চলেছেন। হালেল্লুইয়া! **– ভ্রমণ দলের পক্ষ থেকে- যেশুদাস, দরাই সিং , কোর্ডিনেটর**

বিভিন্ন মিশন ক্ষেত্র হতে...

আমরা ডাঃ রঞ্জন এডওয়ার্ডকে সম্ভাষণ জানাই কারণ তিনি ২০ জন মিশনারীকে তিরুনেলভেলীর ক্রাইষ্ট চার্চে জানুয়ারী মাসের ২৩ তারিখে উৎসর্গ করেছেন। এই মিশনারীরা রাজস্থান, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে তাদের প্রচার কাজ শুরু করবে। এই মিশনারীদের যারা সাহায্য করেছেন তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। প্রভু তাদের প্রচুর রূপে আশীর্বাদ করুন, **- কোর্ডিনেটর**

ধন্যবাদ ও প্রশংসা

‘যীশু তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, ইহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের সকলই সাধ্য।” মার্ক ১০:২৭

জম্মু-কাশ্মীর

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: হাম্বেল ক্ষেত্রের ৫ জন প্রভুর নামের গুণে রক্ষা পেয়েছে। তানজোর গ্রামের আফতাব ও তার পরিবার প্রভুর বাক্যের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন লাভ করেছে। রিডিয়ন গ্রামের ৫০ জন ভাই ও বোন প্রভুর বাক্যের মধ্যে দিয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। গায়েন চন্দ সুসমাচার প্রচারে বাঁধা দিত কিন্তু সে এখন প্রভুর প্রেমের পরশ লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: মানওয়াল গ্রামে যেন প্রভুর সেবাকাজ বৃদ্ধি পেতে পারে। গানদালা এবং চন্দ্রকোট গ্রামে যারা প্রভুর বাক্য শ্রবণ করেছে তারা যেন প্রভুতে রক্ষা পেতে পারে। লালি গ্রামে প্রভুর বাক্য প্রচারে যারা বাঁধা দিচ্ছে প্রভু যেন তাদের অন্তরে কথা বলেন। ধানোদি গ্রামে বিশ্বাসীদের জন্য চার্চ নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং সেটি উৎসর্গীকরণের জন্য অপেক্ষা করছে প্রভু যেন চার্চটি উৎসর্গ হতে সাহায্য করেন।

পাঞ্জাব

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় নতুন ৩৫টি পরিবার যোগদান করেছে। যুবকদের সহভাগিতার মধ্য দিয়ে ১৩ জন প্রভুতে চলার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। রাসোল এবং জসিন্দর ও তাদের পরিবার প্রভুর অনুগ্রহে সন্তান লাভ করেছে। মিশন ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত ইয়্রা সভার মধ্য দিয়ে ২০ জন যুবক সুসমাচার প্রচার কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: ২৬ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। ১২টি গ্রামে অনুষ্ঠিত যুবকদের সভায় পবিত্র আত্মা পরিচালনা দান করেছেন যেন আগামী সভাগুলিতে প্রভু

এই রকম ভাবে আশীর্ব্বাদ দান করেন। মিশনারী জশপাল সিং এবং সন্দীপ অসুস্থ রয়েছে প্রভু যেন তাদের আরোগ্যকারী হাতের দ্বারা স্পর্শ করেন।

উত্তরাখণ্ড

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: শ্রীপুর বিচওয়া গ্রামের নতুন বিশ্বাসীরা প্রভুর বাক্যের মধ্য দিয়ে দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। হরিদ্বার অঞ্চলের ৪টি গ্রামে প্রভুর অনুগ্রহে শান্তি ফিরে এসেছে। খাতিমা গ্রামের যুবক বিশ্বাসীরা যারা প্রভুকে খুবই ভালোবাসেন প্রভু তাদের সকল বাঁধা দূর করেছেন। মিশন ক্ষেত্রের ১৪৫ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর সন্তান হবার স্বীকৃতি লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: মুদেলি এবং কাঞ্জাবাগ গ্রামে যেন বাইবেল অধ্যয়ন ক্লাস শুরু হতে পারে। ৬৩টি আরাধনা দলের মধ্য দিয়ে যেন পাশ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে তাঁর বাক্য ছড়িয়ে পড়তে পারে। ঘরওয়াল অঞ্চলে সুসমাচার প্রচারের জন্য যেন গৃহের দরজাগুলি উন্মুক্ত হতে পারে। ৫টি মিশন ক্ষেত্রে যেন সামাজিক উন্নয়নের সভাগুলি অনুষ্ঠিত হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ – কোলকাতা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: মিশন ক্ষেত্রে ২৬ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০তম ব্যাচে নতুন ২০ জন যোগদান করেছে। মিশন ক্ষেত্রের অন্তর্গত ৫৩টি গ্রামে নতুন ৩৯০ জন সুসমাচার বিষয় পুস্তিকার মধ্য দিয়ে প্রভু যীশুর প্রেমের পরশ লাভ করেছে। প্রভুর অনুগ্রহে বিশ্বাসী গৌতম বৈরাগী একটি নতুন পাকা গৃহ লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: সাকরা আরাধনা দলের ৫২ জন বিশ্বাসী পাকা চার্চ নির্মাণের অপেক্ষায় রয়েছে প্রভু যেন তাদের একটি চার্চ নির্মাণ হতে সাহায্য করেন। শ্যামলী পারিয়া মানসিক ভাবে অসুস্থ প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। মিশনারী শ্যামল টুডু ও তার পরিবার তার বোনকে এই জগতে হারিয়েছে প্রভু যেন তাঁর শান্তি শোকার্ত পরিবারে দান করেন। মিশন ক্ষেত্রে সুসমাচার প্রচারের জন্য ৩ জন মিশনারী ভাই এগিয়ে এসেছে প্রভু যেন তাদের পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহার করেন।

পশ্চিমবঙ্গ – দার্জিলিং

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: প্রভু যীশুর নামের গুণে বোন মীনা কুমারী কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়েছে। সেপটিগুড়ি গ্রামের সারিতা ওরাং সুসমাচার প্রচারের জন্য গৃহের দরজা খুলে দিয়েছে। হলদিগাছ গ্রামে রাস্তায় ধারে সুসমাচার প্রচারের মধ্য দিয়ে অনেক লোক তাঁর প্রেমের পরশ লাভ করেছে। নতুন বিশ্বাসী সুপনা সুব্বা সুসমাচার প্রচারের জন্য গৃহের দরজা খুলে দিয়েছে এবং নতুন ৫ জনকে তাঁর খোঁয়াড়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

প্রার্থনা করবেন: ট্রাইবাল জোট গ্রামে যেন ধারাবাহিক ভাবে অন্বেষীদের সভাগুলি

অনুষ্ঠিত হতে পারে। বৈরাগী এবং পেকটি গ্রামে সুসমাচার প্রচারের জন্য মিশনারী প্রেরিত হতে পারে। নতুন বিশ্বাসীনী পূর্ণিমা রাইতার মধ্য দিয়ে তার পরিবার প্রভুতে যেন রক্ষা পেতে পারে। বিজয় এবং পিংকি ও তাদের পরিবার যেন খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন পেতে পারে।

সিকিম

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: বোন সঙ্গীতা সুব্বা এবং সঞ্জয় লেপচা ও তাদের পরিবার ঈশ্বরের জ্ঞানে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। দারাপ গ্রামে বাইবেল অধ্যয়ন দল গড়ে উঠেছে। কেদাংথাং গ্রামের চুংমিত লেপচা ও তার পরিবার সেবাকাজের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সীতা থাপা ও তার পরিবার প্রভুর কাছে পাপের ক্ষমা লাভ করাতে তারা সুদাং লাখা চার্চে যোগদান করেছে।

প্রার্থনা করবেন: মিশন ক্ষেত্রের ১৫ জন যেন ধার্মিকতার পরশ পেতে পারে। সুমন রাসাইলী ক্যানসারে কষ্ট পাচ্ছে প্রভু যেন তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সাহায্য করেন। সামথার এবং সিডিং গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে। মিশন ক্ষেত্রের ৫টি গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে।

ত্রিপুরা

প্রভুর ধন্যবাদ হোক: উদয়পুর গ্রামের ১৩ জন নতুন জীবন লাভ করেছে। ট্রাইবাল কলোনীর বিশু লক্ষ্মী প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সুস্থতা লাভ করেছে। মিশন ক্ষেত্রের ৩০ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। সোনিখোলা চার্চের উৎসর্গীকরণের মধ্য দিয়ে প্রভু গৌরবান্বিত হয়েছেন।

প্রার্থনা করবেন: মিশন ক্ষেত্রে ৫২ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। কামিকচুর পাড়াতে বিশ্বাসীরা যেন আত্মিকতায় বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। ওয়ারেং কামিতে সুসমাচার প্রচারের জন্য কর্মীর প্রয়োজন প্রভু যেন তা যুগিয়ে দেন। জাকচারা কমিতে বসবাসকারী গ্রামের লোকেরা যেন পানীয় জল, রাস্তা ও বৈদ্যুতিক আলো পেতে পারে।

আসাম

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: সোসলাবাড়ি গ্রামের সাঁওতাল পরিবারগুলি ঈশ্বরের আরাধনা শুরু করেছে। মিসিং এবং বোডো জনজাতির ৯ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। লোপাংথোলা গ্রামে বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় নতুন ১০ জন যোগদান করেছে এবং তারা অস্থায়ী চার্চ নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। মিশন ক্ষেত্রে পূর্ণকালীন কর্মী হিসাবে ৩০ জন যুবক এগিয়ে এসেছে।

প্রার্থনা করবেন: গোলাঘাট জেলার গোলপাড়া অঞ্চলে গ্রাম সার্ভের মধ্য দিয়ে সুসমাচার প্রচারের জন্য গ্রাম চয়ন করা হয়েছে প্রভু যেন সেই গ্রামগুলিতে কর্মী প্রেরণে সাহায্য

করেন। উত্তর ভোরাগুড়ি গ্রামের বিশ্বাসীদের মেলা যেন সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে। অনিবাড়ি এবং কুমারবাড়ি গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত জমি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। একরাজুলি ক্ষেত্রে বিশ্বাসীরা যেন সুসমাচার প্রচারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে।

মণিপুর

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: প্রভুর অনুগ্রহে ৩টি মিশন ক্ষেত্রের ৩৮০টি পরিবার ত্রাণ সামগ্রী লাভ করেছে। কেনেউ বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় ২টি নতুন পরিবার যোগদান করেছে। কাউটা গ্রামের বোন রুবিনা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মন্দ আত্মার কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে এবং সেই সাক্ষ্য গ্রামগুলিতে বহন করে চলেছে। প্রভুর অনুগ্রহে ৪৫টি গ্রামের যে মানুষেরা পাপের ক্ষমা লাভ করেছে সেই পরিবারগুলিতে শান্তি ফিরে এসেছে।

প্রার্থনা করবেন: সাবাল লেইখাই এবং উটলোও গ্রামে সুসমাচার প্রচারের জন্য গৃহের দরজাগুলি খুলে যেতে পারে। মিশন ক্ষেত্রে ১৫ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। নাংপোক এবং মইরাং গ্রামের লোকেরা যেন নতুন জীবন পেতে পারে। ৩৩৫টি গ্রামে যেন ঈশ্বরের সন্তান বৃদ্ধি পেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: নতুন বিশ্বাসী বিষ্ণু বারিক সুসমাচার প্রচারের জন্য গৃহের দরজা খুলে দিয়েছে এবং ১৮ জন প্রভুর বাক্য শ্রবণে সুযোগ পেয়েছে। বোন সীমা বেঙ্গারা ও তার পরিবার প্রভুর শান্তি লাভ করেছে এবং সাক্ষ্যকে গ্রামগুলিতে বহন করে চলেছে। মইদান লাইন অঞ্চলের ৭০ জন প্রভুর বাক্য শ্রবণে সুযোগ পেয়েছে। রাজেশ ওরাং ও তার পরিবার শালধুরা গ্রামে তাঁর শান্তির বাহক ও ধারকরূপে সাক্ষ্যকে বহন করে চলেছে।

প্রার্থনা করবেন: আজিত ওরাং বুকের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। প্রেমেরডাঙ্গা গ্রামের ১৬ জন মানুষ প্রভুর বাক্য শ্রবণে সুযোগ পেয়েছে তারা যেন রক্ষা পেতে পারে। উত্তর জিৎপুর গ্রামের প্রতিটি দরজায় যেন সুসমাচার পৌঁছাতে পারে। মোতিরাম লাইন আরাধনা দলের মধ্য দিয়ে যেন পাশ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে তাঁর সুসমাচার পৌঁছাতে পারে।

হরিয়ানা

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: ভাই জীতেন্দ্র প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ড্রাগের নেশা ত্যাগ করাতে পরিবারে শান্তি ফিরে এসেছে। ভাই পরমজিৎ দূর্ঘটনার মধ্য দিয়ে মাথায় খুবই আঘাত পেয়েছে কিন্তু প্রভু যীশু নামের শক্তিতে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে, বর্তমানে সে এখন অনেকটা সুস্থতা পেয়েছে। আঞ্চেল প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে টি.বি. রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করেছে। মিশন ক্ষেত্রে অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে ১০৬ জন প্রভুর বাক্যের পরশ লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: সাহা এবং কালানুর ক্ষেত্রে উপবাস প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যেন প্রভু অলৌকিক কাজ করেন। ভাই বিমল ও তার পরিবার যেন প্রভু যীশুকে নিজের ব্যক্তিগত পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করেন। শেরঘর এবং দানোদ গ্রামে যুবকদের নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে ক্যাম্পগুলি অনুষ্ঠিত হতে পারে। মেটাদি গ্রামের যে মানুষেরা প্রভুর বাক্য শ্রবণ করেছে তারা যেন তাঁর শক্তিতে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে।

রাজস্থান উদয়পুর

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: মেয়ারি জনজাতির ১৩ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে। ভাই অমর ও তার পরিবার শয়তানের শৃঙ্খল থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং তারা বিশ্বাসীদের সহভাগিতায় যোগদান করেছে। ভাই শিবলাল প্রভুর বাক্য শ্রবণের মধ্য দিয়ে মদ্যপান ত্যাগ করেছে। আপলামারগা গ্রামের আরাধনা দলে নতুন ৫ জন যোগদান করেছে।

প্রার্থনা করবেন: বোন শর্মীরা দীর্ঘ ৭ বছর ধরে মন্দ আত্মার কবলে রয়েছে প্রভু যেন তাকে বন্ধন থেকে মুক্তিদান করেন। মিশন ক্ষেত্রে ৩০ জন সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রশিক্ষণ অবস্থায় রয়েছে প্রভু যেন তাদের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সুসমাচার বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রেরণে সাহায্য করেন। বালুয়া এবং রাজপুরা গ্রামে যেন ধারবাহিক ভাবে অন্বেষীদের সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে। কোটরা অঞ্চলের আরাধনা দলের সদস্যরা সকল অন্ধকারকে জয় করে যেন তাঁর শক্তিতে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে।

বিহার

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: গ্রাম সার্ভের মধ্য দিয়ে ১৫ জন সুসমাচার প্রচারের জন্য চয়ন করা হয়েছে যেখানে মাঘায় জনজাতির লোকেরা বসবাস করছে। আসুয়া গ্রামের দবোরা ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে ৯৫ জন মহিলা প্রভুর বাক্যের পরশ লাভ করেছে। ২০৮টি গ্রামে অনুষ্ঠিত অন্বেষীদের সভার মধ্য দিয়ে ১৮৭২ জন প্রভুর বাক্য লাভ করেছে। দৌলাতপুর গ্রামের শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠিত মিশন সাণ্ডের মধ্য দিয়ে উপস্থিত ৩৮০ জন শিশু সন্তান তাঁর আশীর্ব্বাদ লাভ করেছে। মিশনারী প্রীতম গ্রামগুলিতে পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহার হয়ে চলেছে।

প্রার্থনা করবেন: ছাপড়া জেলার ৫৮টি গ্রামে যেন মিশনারী প্রেরণ হতে পারে। ৯০৪ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের রক্ষা করেন। মাঙ্গেল জেলাতে অনুষ্ঠিত যুবকদের ক্যাম্পের মধ্য দিয়ে যেন পূর্ণসময়ের কর্মী খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ১৭টি গ্রামে যেন চার্চ নির্মাণের কাজ শুরু হতে পারে।

উড়িষ্যা – হো, সাঁওতাল

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: বাগরা সাহি গ্রামের ২২ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে নতুন জীবন লাভ করেছে। কুন্দাবান্ধা এবং স্কুলসাহি ক্ষেত্রে প্রভুর গৌরবার্থে চার্চ উৎসর্গীকৃত

হয়েছে। আদাল গ্রামের ৮ জন তাঁর শক্তি ও প্রেমেতে বৃদ্ধিলাভ করেছে। ৭টি মিশন ক্ষেত্রে উপবাস প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করে চলেছে।

প্রার্থনা করবেন: কারানজিয়া অঞ্চলে যেন সুসমাচার প্রচারের জন্য কর্মী প্রেরণ হতে পারে। মিশন ক্ষেত্রের দর্শন অনুযায়ী এই বছরে ৩৫ জন কর্মী ও ১৭৫টি গ্রামে পৌঁছাতে হবে প্রভু যেন সকল প্রয়োজন পূর্ণ করেন। হো এবং সাঁওতালী জনজাতির মধ্যে ৭২ জন মিশনারী পরিশ্রম করে চলেছে প্রভু যেন তাদের পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহার ও সুরক্ষা দান করেন। ৬টি মিশন ক্ষেত্রে চার্চ নির্মাণের সকল প্রতিবন্ধকতা যেন দূরীভুত হতে পারে।

গুজরাট – আমেদাবাদ

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: নভপাদা প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে ২০ জন প্রশিক্ষণ রত রয়েছে যারা আগামী দিনে মিশন ক্ষেত্রে সুসমাচার বহন করে নিয়ে যাবে। আমেরি জেলা রাতয়া জনজাতির মধ্যে সুসমাচার প্রচারের জন্য গৃহের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। ক্ষেত্রকর্মী জনসন গানাভা মহিষাশূর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে সুসমাচার বহন করে নিয়ে চলেছে। ৩ জন বিশ্বাস স্বীকারের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টেতে নতুন জীবন লাভ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: ২০২৪ সালের বিশ্ববাণী পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩৫০টি গ্রাম ও ৭০ জন কর্মীর প্রয়োজন প্রভু যেন তা যুগিয়ে দেন। ১৭২টি বাইবেল অধ্যয়ন দল যেন আরাধনা দলে পরিণত পারে। ৪৬০ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের সুরক্ষা দান করেন। রাজকোট জেলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে যেন কর্মী প্রেরণ হতে পারে।

দিল্লী

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: নারেলা মিশন ক্ষেত্রে প্রভুর অনুগ্রহে ৪টি জায়গায় অন্বেষীদের সভা সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দিল্লী সেবাকাজের জন্য প্রভু কম্পিউটার ও প্রিন্টার যুগিয়ে দিয়েছেন। রাব্বান, রীণা ও জ্যোতি তারা তাদের অসুস্থতা থেকে প্রভু নামের গুণে সুস্থতা লাভ করেছে। ভাই কিরণ ও তার পরিবার সুসমাচার প্রচার কাজ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রার্থনা করবেন: ১০ জন বিশ্বাস স্বীকার সভায় যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে প্রভু যেন তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে সাহায্য করেন। বাইবেল অধ্যয়ন দলে ১০২ জন উপস্থিত হয়ে প্রভুর বাক্য শ্রবণ করে চলেছে তারা যেন আত্মিকতায় বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। ৬টি আরাধনা কেন্দ্রে বিশ্বাসীদের ত্বত্তাবধান করার জন্য কর্মীর প্রয়োজন প্রভু যেন তা যুগিয়ে দেন। দিল্লীর লোকেরা অতিরিক্ত বায়ু দুষণে কষ্ট পাচ্ছে প্রভু যেন দুষণ মুক্ত বায়ু পেতে সাহায্য করেন।

ছত্তিশগড় – রায়পুর অঞ্চল

ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক: বাজারঙ্গ প্রভুর কাছে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ড্রাগের নেশা ত্যাগ

করেছে। পাথারিয়া গ্রামের লোকেরা প্রভুর বাক্য শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আভানপুর গ্রামের ১০০ জন স্বাস্থ্য শিবিরের মধ্য দিয়ে উপকৃত হয়েছে। লেগ সেন্টারের মধ্য দিয়ে ৩০টি গ্রামে সুসমাচার পৌঁছেছে।

প্রার্থনা করবেন: সারাংগড় জেলায় যেন ধারাবাহিক ভাবে গ্রাম সার্ভের কাজ শুরু হতে পারে। ২২ বছরের অজয় চৌহান মানসিক ভাবে অসুস্থ প্রভু যেন তাকে সুস্থতা দান করেন। মিশনারী রবি এবং জাহক যেন গ্রামগুলিতে পরাক্রমের সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। রাইপুর যেন বিশেষ ক্লাসের মধ্য দিয়ে চার্চের প্রাচীনেরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে।

পরিত্রাণের পাত্র হিসাবে সাক্ষ্য বহন করছি...

হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকায় অনেক পরিবারই মদের নেশায় আসক্ত। আমার স্বামীও এতে আসক্ত ছিল। আর তাই আমাদের অবস্থা আরও খারপ হয়ে যেতে লাগল! সংসারে কোন আয় ছিল না। আমরা ক্রমাগত মারামারি করে শান্তি হারিয়েছি। আমরা ভেবেছিলাম যে তাকে কালো যাদুর মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু এটা শুধু আমাদের খরচ বাড়িয়ে ছিল।

আমি দেখতে পেলাম আমাদের রাস্তায় কিছু মহিলা খুব হাসিখুশী মনে আলোচনা করছে। আমি তাদের ফেলোশিপে যোগ দিতে শুরু করলাম। আমি সেই শান্তি পেয়েছি যা জগৎ দিতে পারেনি কিন্তু বাইবেল শোনা ও পাঠ করার মধ্য দিয়ে পেয়েছি। ঈশ্বরের বাক্য আমাকে এবং আমার মাধ্যমে আমার স্বামীকে স্পর্শ করেছে! তিনি মদ না খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ আমরা একটি পরিবার হিসাবে যীশুর উপাসনা করছি এবং এটি অবশ্যই অনুগ্রহের দিন। হ্যাঁ, যারা যীশুর দিকে তাকায় তাদের সকলের জীবন ধন্য! হাল্লেলুইয়া। **- পুষ্পা দেবী, ছত্তর ক্ষেত্র**

যীশু আমার মনের খুশী ও আনন্দ...

যারা বাইবেল বহন করে এবং যারা যীশুর উপাসনা করে তাদের উপহাস করা আমার রুটিন ছিল। আমি তাদের ঘৃণা এবং ঝগড়া করতাম। আমি যতটা ঘৃণা করতাম, কিন্তু তারা তার চেয়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসত। আমার কথা দিনের পর দিন তার খারাপ লাগলেও, মিশনারীর প্রেমময় কথা এবং তার হাসি আমার হৃদয়কে গলিয়ে দিয়েছিল। আমি যেখানে বাসকরি সেই খড়ডোরী গ্রামের বিশ্বাসীদের মধ্যে যীশুর ভালবাসা দেখেছি। যোহন ৩:১৬ পদ এর মাধ্যমে আমার জীবনের একটি নতুন সূচনা হয়েছিল। কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। আমাকে কেউ জোর করে ডাকেনি। আমি নিজে বিশ্বাসীদের সহভাগিতাই যোগ দিতে শুরু করেছি। যীশু ভাল যিনি খুব অল্প বয়সে আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের জীবিত বাক্যে আকাঙ্খা বপন করেছেন। **– বিশাল লাকরা, চত্তিশগড়**

FOR SAMARPAN SUBSCRIPTION

A/C Name: VISHWA VANI SAMARPAN
Bank: STATE BANK OF INDIA
A/C No.: 1040 845 3024
IFSC Code: SBIN0003870
Branch: ANNANAGAR WEST, CHENNAI

Please update us with the transaction info to acknowledge it with Receipt.
Phone: 044-26869200

যারা সমর্পণ পত্রিকা পাঠ করছেন তাদের সকলকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। পরিচর্য্যা কাজে ভ্রমণের সময় পবিত্র আত্মা আমাকে যে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যান এবং যে জীবন্ত সাক্ষ্যগুলি আমি শুনতে পাই তা আমাকে সুসমাচারের শক্তি জানতে সাহায্য করে। আমাদের প্রাণ যখন আনন্দ করে তখন আমরা আমাদের দৈহিক কষ্ট ভুলে যায়।

নাবলামালাই এমন এক ঘন বন যেখানে বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, সাপ এবং অন্যান্য বন্য প্রাণী রয়েছে। এটি তেলেঙ্গানার নাগারকুরনুল জেলার সীমার কাছে অবস্থিত। দল হিসাবে আমরা ফেব্রুয়ারী মাসের ১১ তারিখে হায়দ্রাবাদ হতে যাত্রা শুরু করেছিলাম। আমরা লিঙ্গালা মণ্ডলে চেনামপালি ক্ষেত্রের দিকে এগোলাম। এই গ্রামে অনেক চেঞ্চু বিশ্বাসীরা রয়েছে। আর তাই তামিল খ্রীষ্টিয়ানরা এখানে একটি সহভাগিতার জন্য গীর্জা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পালক পিটার প্রিন্স এবং তাঁর স্ত্রী আমাদের সাথে গেছিলেন। এ আমাদের পক্ষে অনেক আশীর্বাদজনক ছিল।

আমি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েই এই ক্ষেত্রের পরিচর্য্যা কাজের বিবরণ দিতে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

ভাই মাণ্ডি বায়ানা ১০ ক্লাস পাশ করে। চেঞ্চু গ্রামবাসী যারা তাদের দশম শ্রেণী পাশ করেছে তারা সরকারি কাজ পায়। আর তাই সে ১২ বছর অর্থাৎ ১৯৯২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্য্যন্ত সিরিগুড়ি গ্রামে শিক্ষকের কাজ করে। এইসময় সে প্রকৃত ঈশ্বরকে জানত না এবং মদের নেশায় আসক্ত হয়ে এক দুষ্ট জীবন যাপন করত। তার শেষে যক্ষা রোগ হয়েছিল এবং অবিরত কাশি হতো। এইসব দিনে বিশ্ববাণীর মিশনারীরা তার সাথে প্রায়শই দেখা করে তার কাছে সুসমাচারের কথা বলত। তারা তার জন্য যীশুর নামে প্রার্থনা করলে বায়ানা সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হয়ে যায়। সে খ্রীষ্টে এক নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে।তাঁর স্ত্রী এবং ৫টি সন্তানও নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হয়।

বায়ানা যখন যীশুকে প্রভু হিসাবে জানতে পারে তখন সে তার সেই অভিজ্ঞতা মানুষের কাছে বলার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে ২০০৬ সালে নিজের পূর্ণ সময়ের সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববাণীর পূর্ণ সময়ের কর্মী হয়ে ওঠে। ঈশ্বর বায়ানাকে প্রথমবার চেনামপালির গ্রামের মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য ব্যবহার করেন।

বায়ানা এরপর চিন্তলা, মাদিমাদুগা, পিটারালচেনাপেন্টা, লকস্মপুর এবং আখরম মিশন ক্ষেত্রগুলিতে চেঞ্চু লোকেদের মধ্যে প্রচার কাজ শুরু করে।

তিনি সুসমাচারের মাধ্যমে বহু মানুষকে মদ, অজ্ঞতা, পাপ এবং অভিশাপ থেকে উদ্ধার করেছেন! আর তিনি এইভাবে খ্রীষ্টের পরিবার গঠন করে চলেছেন। হ্যাঁ, চোনামপালী গ্রামের মানুষ এখন প্রভুতে আনন্দিত। বায়ানের কথা আমার মনে পড়ছে, তিনি বলছিলেন, "আমি বানালা এবং লিঙ্গালা মণ্ডলের ১৬৩টি চেঞ্চু গ্রাম পরিদর্শন করে দেখেছি। যার মধ্যে আমরা ৯২ টি গ্রামে এর মধ্যেই সুসামাচার প্রচার কাজ শুরু

করতে পারি। মাকিদনিয়ায় যাবার জন্য পৌলের কাছে সেই আহ্বান আমার কানে ভাসছিল। এখন আমাদের প্রয়োজন মিশনারীর এবং তাদের প্রেরণ করার জন্য সাহায্য প্রদান কারীর। রেভাঃ বায়ান সেখানকার দলের নেতৃত্ব দান করছেন যাতে চেঞ্চুদের মধ্যে পরিচর্য্যা কাজ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে তিনি বাতারাপল্লী মিশন কেন্দ্রে আছেন।

পৌল সবসময় তিমথীর মতো একজনকে সাথে নিতেন। বায়ানও তাই করেন। বর্তমানে মিশনারী ভেলঙ্কায়িনা চেনামপল্লীতে কাজ করছেন যেখানে আগে বায়ান কাজ করতেন। ভেলঙ্কায়িনা ১২ ক্লাস উত্তীর্ণ হয়ে তার কৃষি বিষয়ক পড়া শেষ করেছেন। তাই তিনি তিন বছর শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন এবং সেইসাথে কৃষি কাজও করতেন।

একবার তিনি মদে আসক্ত হয়ে দুষ্ট জীবন যাপন করেন। তিনি পেটারালচেনিপেন্টা গ্রামে নিজের কাজের জন্য এসেছিলেন। এই গ্রামটি বিশ্ববাণীর ক্ষেত্র এবং এখানে ১০০শতাংশ মানুষই বিশ্বাসী। এখানে একটি অপূর্ব গীর্জা রয়েছে। ভেলঙ্কায়িনা এখানকার শৃঙ্খলাপরায়ন গ্রামটিকে দেখে মুগ্ধ হয়। বিশ্ববাণীর বেতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে যীশুকে জানতে পারে এবং তাঁকে ব্যক্তিগত পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করে। পরে সে বিশ্ববাণীর মণ্ডলীর একজন প্রাচীনের কন্যাকে বিবাহ করে এবং বিশ্বাসে বেড়ে ওঠে। তার অন্তরে নিজের গ্রামের মানুষের কাছে সুসমাচার নিয়ে পৌঁছাবার জন্য ভারগ্রস্থতা জন্মায়; আর তাই তিনি ২০১৮ সালে সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববাণীতে যোগ দিয়ে ২০১৯ সালে চেনামপল্লী গ্রামে কাজ শুরু করেন। আমি তার স্ত্রী এবং ৪ সন্তানের সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরে এবং ঈশ্বরের জন্য তাদের উদ্যোগ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। চেনামপাল্লীর ৩০টি গ্রামে ৬ জন চেঞ্চু মিশনারী কাজ করছেন। আমরা চেনামপাল্লীতে যে গীর্জা নির্মাণ করেছিলাম সেটি সেই অঞ্চলের প্রথম গীর্জাঘর। প্রভু আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন তামিল খ্রীষ্টিয়ান সহভাগিতার মণ্ডলীর মাধ্যমে। এই গীর্জার জন্য গ্রামের বাইরের দিকে পাহারের পাদদেশে জমি কেনা হয়। সেখানে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় রয়েছে এবং সেই অঞ্চল দিয়ে সবসময় ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। সেই শান্ত পরিবেশে ১১/২/২৪ সালে এক আরাধনা সভার আয়োজন করা হয়। তেলেঙ্গানার কোর্ডিনেটর সেই আরাধনা সভা পরিচালনা করেন। ডাঃ পি.জে ভক্ত বাতশালাম প্রচার করেন এবং পিটার প্রিন্স সাক্ষ্য দেন এরপর পিটার প্রিন্স পরিচর্য্যা কাজে তার মণ্ডলীর অবদানের কথা বলেন।

পালক প্রিন্স বলেন, ‘‘আমাদের মণ্ডলীতে ১০০ জন বিশ্বাসী রয়েছেন। তাদের বেশীর ভাগ জনই বেশী মাইনে পান না। তারা নম্র মানুষ ছোট ছোট কাজ করেন। কিন্তু পরিচর্য্যা কাজের জন্য তাদের দর্শন রয়েছে। তারা প্রতিদিন মিশনারীদের জন্য যত্নসহকারে প্রার্থনা করেন। আমাদের মণ্ডলী সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতবর্ষের সমস্ত

রাজ্যে গীর্জা গড়ে তোলার। এ পর্যন্ত আমরা বহু গীর্জা নির্মাণ করেছি। এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা তাদের দপ্তরে সময়ের পরেও কাজ করেন, আবার তাদের অবসর সময়ে সাধারণ কাজ করেন এবং সেই উপরি উপার্জন গীর্জা নির্মাণের কাজে ব্যয় করেন। আর এইভাবে যেখানে অত্যন্ত প্রয়োজন সেখানে গীর্জা নির্মাণ করা সম্ভব হয়। -পালক প্রিন্সের এই কথাগুলি চেনামপল্লীর বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের কাজের জন্য বিশ্বাসকে আরও সবল করে তোলে। আমরা পিটার প্রিন্স আয়া এবং তার পরিবার এবং বিশেষ করে তার মণ্ডলীর সভ্যদের বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই, যারা এই গীর্জা নির্মাণের জন্য এগিয়ে এসেছেন, যা মানুষের চক্ষু গোচরে না থাকলেও ঈশ্বর তা লক্ষ্য করেছেন। মণ্ডলী হিসাবে আপনারাও কোন গ্রামকে এই ভাবে সাহায্য করতে পারেন বা মিশনারী পাঠাতে পারেন যেন সেইসব অঞ্চলের মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে।

"তোমাতে ভূমণ্ডলের জাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ পাপ্ত হইবে" (আদিপুস্তক ১২:৩)।

হায়দ্রাবাদ **খ্রীষ্টেতে আপনাদের ভাই**

১৩/২/২৪ **পি. সেলভারাজ**

সাম্প্রতিক সমাচার

২০২৪ সালের জানুয়ারী মাসে মোট ৩,৪৭৯ জন শিশু শ্রমিককে তেলেঙ্গানা রাজ্য থকে তেলেঙ্গানার পুলিশ উদ্ধার করেছে। এই অভিযানটির নাম ছিল স্মাইল এক্স যা একমাস ধরে চলে। রাজ্যের পুলিশ প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে এই ধরণের অভিযান চালায় এবং হারিয়ে যাওয়া এবং পাচার করা শিশুদের উদ্ধার করে। আধিকারিকরা শিশুদের নানারকম অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পান।

প্রেমময় পিতা এই উদ্ধার প্রাপ্ত শিশুদের জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিই; প্রভু আমাদের জাতির মধ্যে যে সব শিশু হারিয়ে গেছে তাদের খুঁজে পেতে তুমি সাহায্য কর।

সারভিকাল কর্কট রোগ একটি সাধারণ রোগ যা দ্বিতীয় স্থানে পড়ে এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষের নারীরা এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রতি বছর ১২০০০০ জন মহিলা এই রোগের শিকার হন এবং প্রায় ৭৫,০০০ জন মারা যান। ভারতবর্ষে নারীর সংখ্যা প্রায় ৫০ কোটি যাদের বয়স ১৫ এবং তদুর্দ্ধ যারা এই ধরণের ক্যানসার রোগের সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে।

প্রভু তোমার ক্ষত সকলের দ্বারা আমাদের আরোগ্য হয় তাই করুণায় এই রোগ হরণ কর।

উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০২১-২২ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৩৩ কোটি। এই সংখ্যা ২০১৪-১৫ সালের তুলনায় ৯১ লক্ষ বেশী। এর দ্বারা বোঝা যায় যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। পি.এইচ.ডি করার সংখ্যা ২০১৪-১৫ সাল থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,১২ লক্ষে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে ছাত্রীদের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েছে।

হে প্রভু তুমি শিক্ষকদের প্রয়াসকে সার্থক করে তুলেছ বলে তোমার ধন্যবাদ জানাই এবং আশীর্বাদ কর যেন এই ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা দেশ আরও এগিয়ে যায়।

যীশু আমার আরোগ্যকারী...

আমরা শেপুয়াম্বা গ্রামে বসবাস কারি এবং আমাদের পরিবার কৃষির উপর নির্ভরশীল। আমার পা যে মাঠে কঠোর পরিশ্রম করে চলেছিল, হঠাৎ সেই পায়ে অসুস্থতার কারণে হাঁটা চলা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যথা বাড়তে থাকায় আয় কমতে লাগল। আমরা কুখনা জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত হওয়ার কারণে কিছু সুযোগ পাব বলে ত্রাণ কেন্দ্রে গিয়েছিলাম। কিন্তু লাভ হয়নি উল্টে আমার ব্যথা বেড়ে চলেছিল। মিশনারী সোনজিভাই আর পাওয়ার বলেছিলেন 'যে যীশু নামে এক জন ব্যক্তি আছেন, যিনি এখনও মানব জাতির অসুস্থতা এবং দুঃখ বেদনা দূর করে চলেছেন' তার কাছে ফিরলে রোগের নিরাময় আছে, আমি অনুভব করলাম যে এই বাক্যগুলি আমার জন্যই তিনি বলে চলেছেন! আমি সত্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করি; আমার জীবনে, এই প্রথমবার আমি যীশুর নামে মিশনারীদের সাথে প্রার্থনার প্রার্থনা শুরু করি। বর্তমানে আমি যীশুতে নতুন জীবন এবং শক্তি পেয়েছি। আমার হৃদয়ে যীশু আছেন সেই কারণে আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। প্রভুর ধন্যবাদ হোক! – **হিরূবেন গাভিত, গুজরাট**

যীশু আমার জীবন ...

আমি লোভি এবং বাস্তুবাদে বিশ্বস্ত ছিলাম! আমার জীবন অলসতার কারণে অন্য লোকের কাছে ঋণী হয়ে পড়েছিলাম। আমার নিজের অক্ষমতা আমাকে গভীর গর্তে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আমি অসারতার জীবন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চেষ্টা শুরু করে দিলাম। আর সেই সময় আমি মিশনারী দ্বারা প্রকাশ করা ঈশ্বরের বাক্য থেকে শক্তি পেলাম যার উপর ভিত্তি করে সঠিক উপায়ের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করলাম। আমি আস্তে আস্তে সত্য, বিশ্বস্ততা, ভালবাসা এবং কঠোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছি ও আমি ঋণ থেকে বেরিয়ে এসেছি। "আমি তার হাতকে আশীর্ব্বাদযুক্ত করিব", এই বাক্যটিকে জীবনে অনুভব করতে পেরেছিলাম! বর্তমানে আমাদের পরিবার আশীর্ব্বাদে পূর্ণ, ঠিক যেমন একটি গাছ নদীর ধারে লাগানোর মত। যীশু খ্রীষ্টের জীবন্ত বাক্য পাপ থেকে মানুষকে উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখে; যারা তাঁকে তাদের জীবনের প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে। যারা তাঁকে জীবনে উপলব্ধি করেছে ও বুঝতে পেরেছে তারা কখনও হতাশা গ্রস্থ হয় না বরং ভবিষ্যৎ জীবনে তারা আশীর্ব্বাদে পূর্ণ হবে! - **উমেশ কুমার, উত্তর প্রদেশ**

প্রভু আমার ত্রাণকর্ত্তা ...

আমার বয়স ৪০ হলেও জীবনে কখন শান্তি ছিল না! আমাকে প্রতি বছর কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করতে হত এবং আমাদের দেবতাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য প্রতি মাসে ভ্রমণ করতে হত। কিন্তু সেগুলো ফলপ্রসূ হয়নি। আমার সমস্যাগুলি আমার পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করতে করতে থাকে এবং আমি তা প্রতিকারের জন্য প্রচেষ্টা শুরু করি। আমরা স্বর্গ থেকে আসা সাহায্য এবং আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ যীশু সম্পর্কে শোনার সুযোগ হয়েছিল। আমরা ভোজপুরি মিশনারীর মাধ্যমে আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি! হ্যাঁ, আমাদের হৃদয় পরিষ্কার হয়েছিল কারণ প্রভুর রক্তেই পরিত্রাণ এবং মুক্তি আছে জানার পর! আমরা যীশুর কাছে এসেছি এবং আমরা ক্রমাগত তাঁকে জানছি। পাপের ক্ষমা, মুক্তি এবং শান্তি পেয়েছি। আমরা মিশনারীকে ধন্যবাদ জানাই যিনি এই মূল্যবান সত্যটি আমাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন। রাজাদের রাজার প্রশংসা করি। – **কুন্দন, উত্তর প্রদেশ**

RNI REGD. NO. AP BEN/2000/1612 | POSTAL REGD. NO. HQ/SD/315/2024-2026 - BENGALI | DATE OF PUBLICATION 27.02.2024

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT - PMG/TS/HQR/SC-02/WPP/2024-2026

Return Requested: VISHWAVANI SAMARPAN
1-10-28/247, Anandapuram,
ECIL Post, Hyderabad-500062.

NATIONAL TAMIL BELIEVERS CAMP, DHYANA NILAYAM, HYDERABAD - 14-16, JAN. 2024

SCHOOLSAHI, ODISHA - 15.01.2024

SOINKHOLA PARA, TRIPURA - 28.01.24

HEMSUKLAPARA, TRIPURA - 15.01.24

KUNDABHANGA, ODISHA - 29.01.24

GODEVALASA, A.P. - 27.01.24

NORTH INDIA COORDINATORS CAMP, BHOPAL - 28-31, JAN. 2024

VISHWA VANI SAMARPAN – BENGALI – LANGUAGE

Printed and Published by P. Selvaraj on behalf of VISHWA VANI, a registered society (Regn. No.17871 of 1987) and printed at CAXTON Offset Pvt. Ltd., 11-5-416/3, Red Hills, HYD-04. and published at 1-10-28/247, Anandapuram, ECIL Post, HYD-62. **POSTING DATE: 29.02.2024**. EDITOR: P. SELVARAJ